চাচা চৌধুরী আর রাকা

চাচাজী আমি এত বছর যাবৎ পৃথিবীতে আছি। আমি দেখলাম যে পৃথিবীর এই ভারতবর্ষের অংশটা পৃথিবীর অন্য অংশের ইউরোপীয় দেশগুলির থেকে অনেক পিছিয়ে আছে।

প্রাচীন ভারতের সেই সব মহান বৈজ্ঞানিকরা যাঁরা এই সমস্ত অতুলনীয় জিনিস আবিষ্কার করেছিলেন তাঁরা আজ কোথায় ?

তাঁরা সবাই ইতিহাসের পাতায় লুপ্ত হ'য়ে গেছেন কিন্তু ভারতে এখনও এমন একজন আছেন যিনি নিজেই নিজের উদাহরণ। এসো তাঁর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই।

তাঁর নাম কি ?
সাবু, তাঁকে আমি চক্রমাচার্য্য বলি।

চক্রমাচার্য্যর ভবন।
চক্রমাচার্য্য জী বাড়ি আছেন ?
চৌধরী চলে এসো।

সাবু মাথা বাঁচিয়ে।

চক্রমাচার্য্যজী, আমি ছ'মাস আগে এদিকে এসেছিলাম কিন্তু তখন আপনার বাড়ীতে তালা বন্ধ দেখে চলে গিয়েছিলাম।
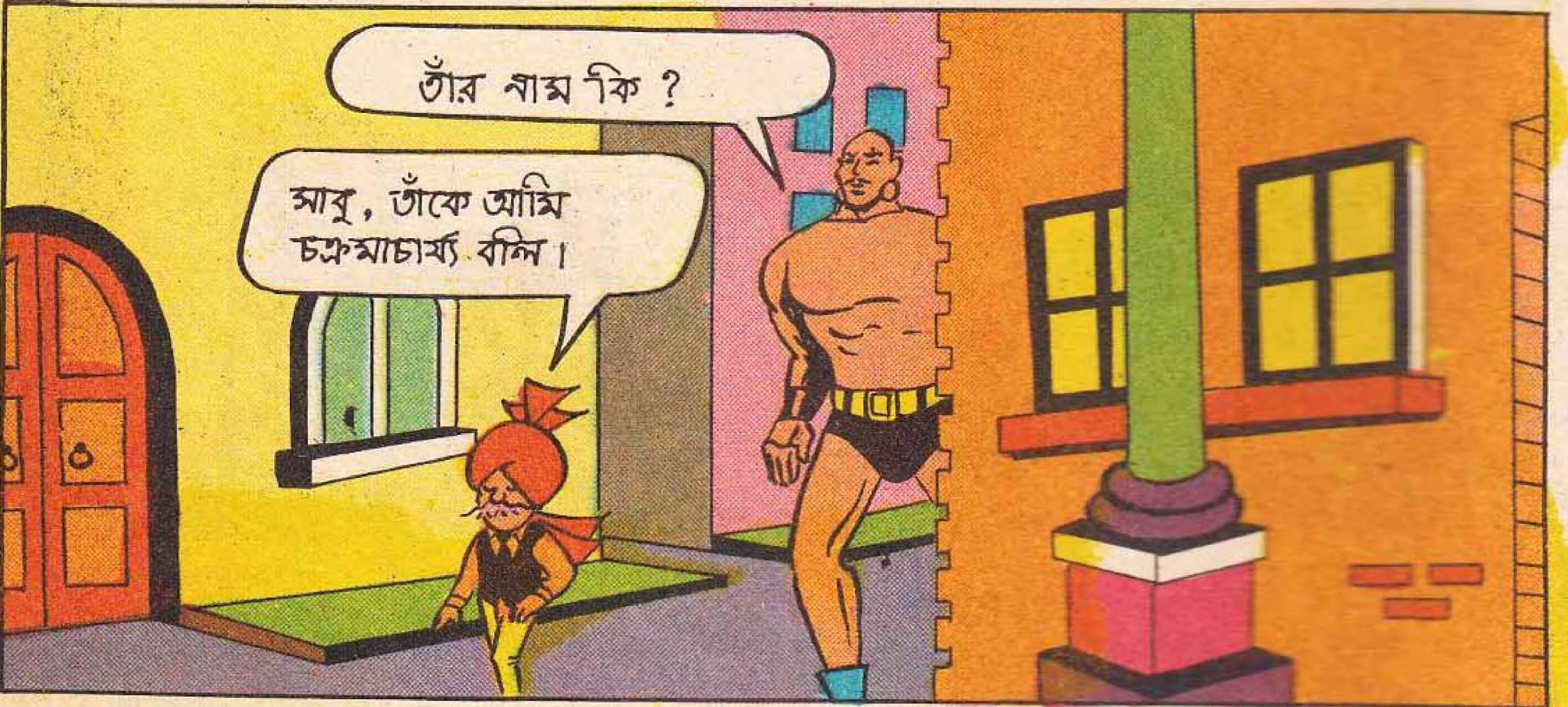
হ্যাঁ আমি পাঁচ বছর এখান থেকে দরকারি জড়িবুটির খোঁজে উধাও হয়েছিলাম। সেই সব জড়িবুটির জন্য আমি হিমালয়ের পর্বতের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরি করছিলাম।

এর আগে যখন 1850 সনে তাঁতিয়া টোপী অসুস্থ হয় তখন তাঁর ওষুধের জন্যও আমাকে এসব জঙ্গল থেকে জড়িবুটি আনতে হয়েছিল।

1850 সনে?? তখন আচার্য্যমহাশয় কি জন্মগ্রহণ করেছিলেন?

বাবু, চক্রমাচার্য্যজীর বয়স সাড়ে তিনশ' বছরেরও বেশী।

অসম্ভব! পৃথিবীতে কোনও মানুষ এতবছর বেঁচে থাকতে পারে না। হ্যাঁ আমাদের জুপীটারে মানুষ হাজার বছর বাঁচতে পারে।
সাবু জুপীটার গ্রহের লোক।
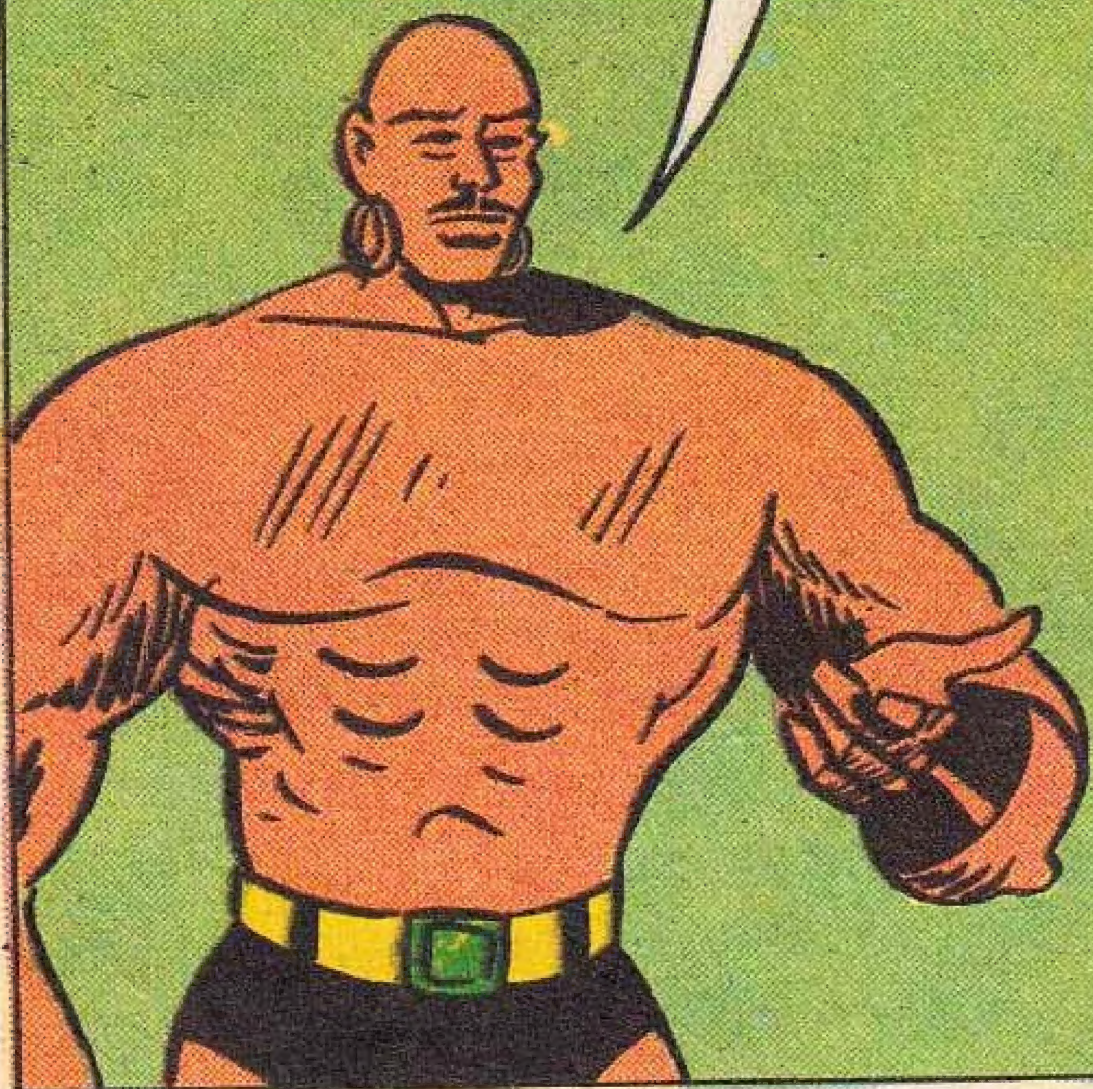
সাবু, চন্দ্রমাচার্য্য নিত্য নতুন জড়িবুটির খোঁজে থাকেন। উনি এমন সব গাছগাছড়া খুঁজে বার করেছেন যার আরক পান করে উনি দীর্ঘায়ু হয়েছেন।

এই ট্যাম্পা লোকটাকে এটাও বলে দাও যখন লক্ষ্মন মুর্ছিত হয়ে পড়ে তখন এই সব জড়িবুটির গন্ধ শুঁকেই সে দাঁড়িয়ে ওঠে। আমাদের এই সব দেশীয় জড়িবুটির গুন অপরিসীম।
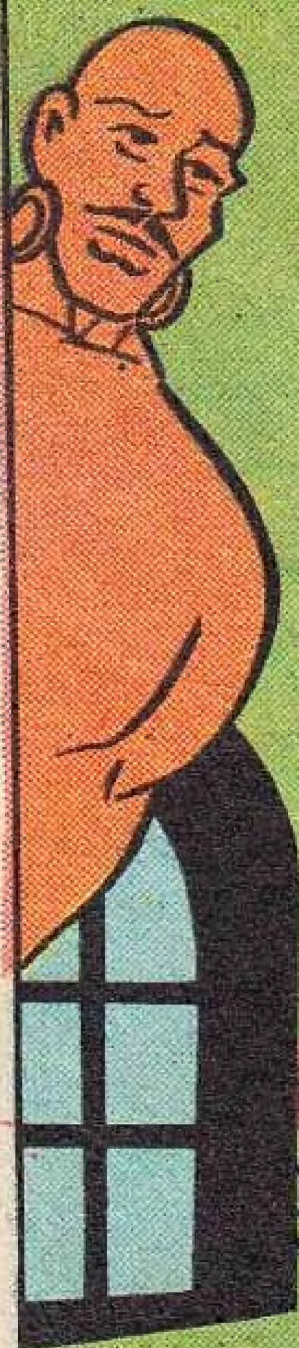
একে ক্ষমা করুন বৈদ্যরাজ। হ্যাঁ বলুন এবার আপনি হিমালয়ে কি পেলেন?

এইবার হিমালয়ে অদ্ভুত কিছু জড়িবুটি জড়ো করে এনেছি, আর সেই সমস্তই মিশিয়ে আমি এক আরক তৈরী করেছি।

ঐ আরকে কি সর্দি কাশি সারবে?

চৌধরী এই সাবু খালি বড়বড় করছে। আমার রাগ হ'লে ওকে এমন এক ওষুধ শোঁকাবো যে ও বোবা হ'য়ে যাবে।

আরে অপদার্থ! সর্দি কাশির জন্য মুদিখানার যষ্টি মধুই তার জন্য যথেষ্ট, তার জন্য হিমালয়ে ঘুরে মরতে যাব কেন আমি।
© PRAN'S FEATURES 1982
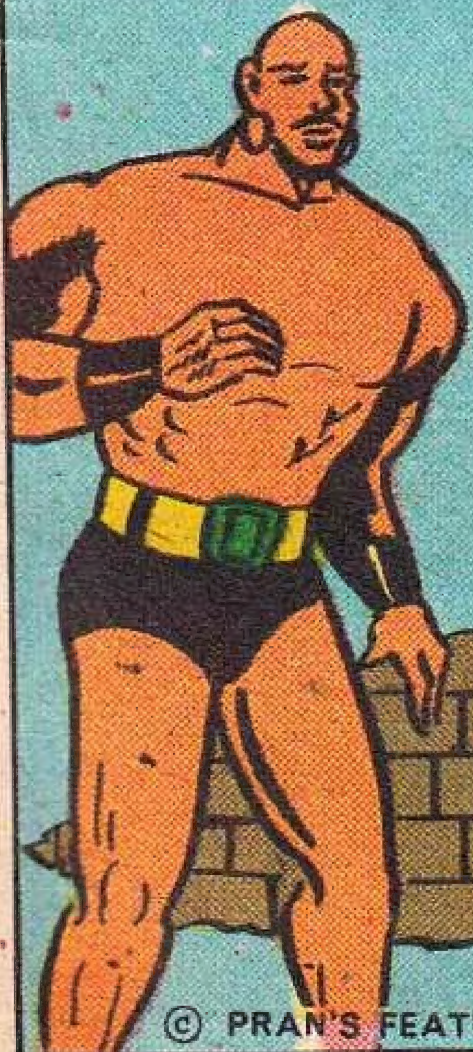
আমার এই অদ্ভুত আরক পৃথিবীর আর কোথাও তৈরী হয়নি।

আরকের গুন পরীক্ষার জন্য আমার পোষা বেড়ালকে একটু খাওয়াচ্ছি।

আচার্য্যর আরক বেড়ালের রক্তে মিশতেই ওর মধ্যে পরিবর্তন হ'তে লাগলো, বেড়ালের আকৃতি বাড়তে বাড়তে একটা নেকড়ের সমান হয়ে গেল।

আচার্য্য তোমার ওষুধের গুন দেখে আমি থ' হয়ে গেছি।
চৌধরী থ' হবার ব্যাপার তো এখন হবে।
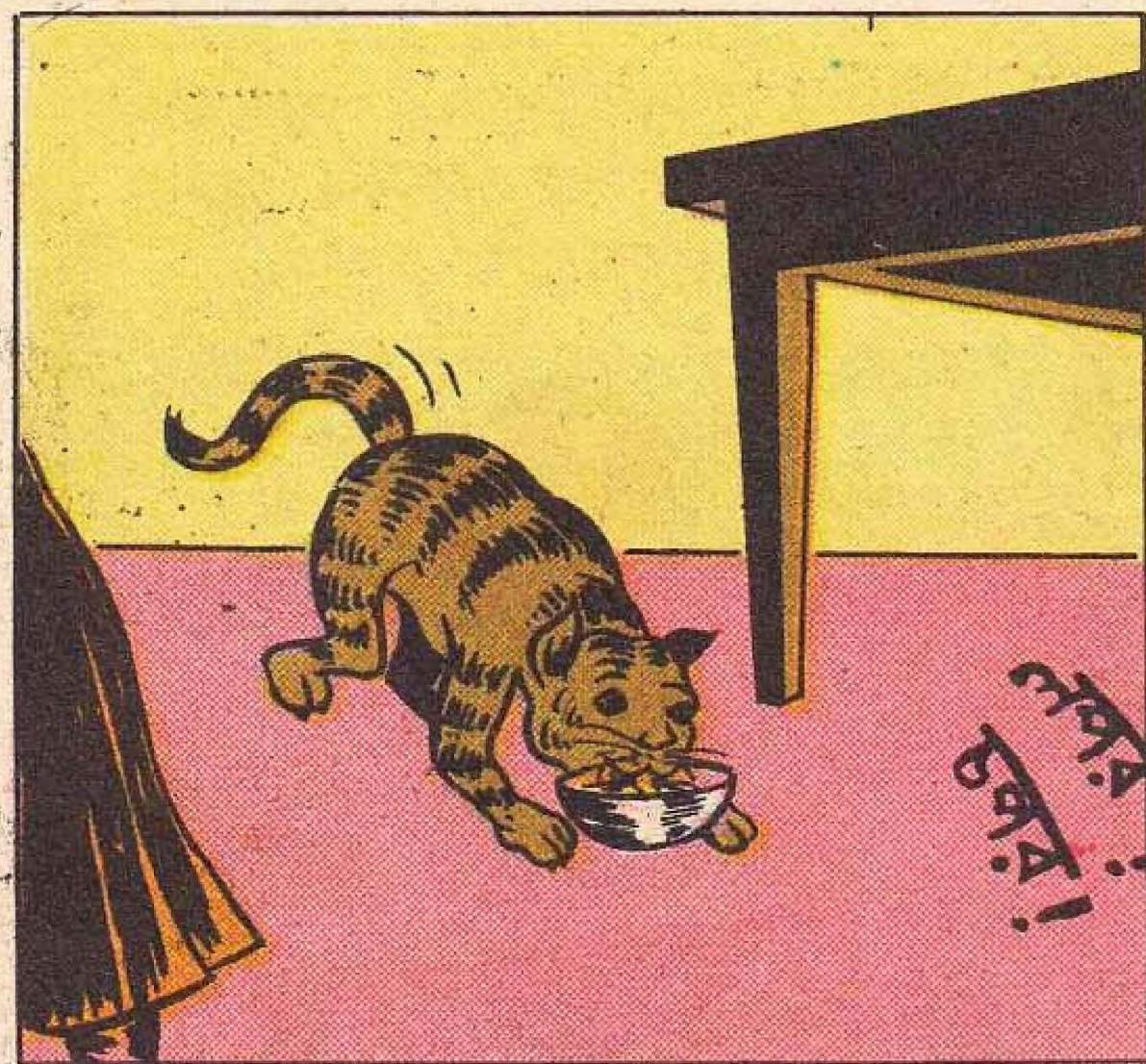
কি করছেন! আমি ওকে গুলি করতে দেবনা। ও মরে যাবে।
মরে যাও!
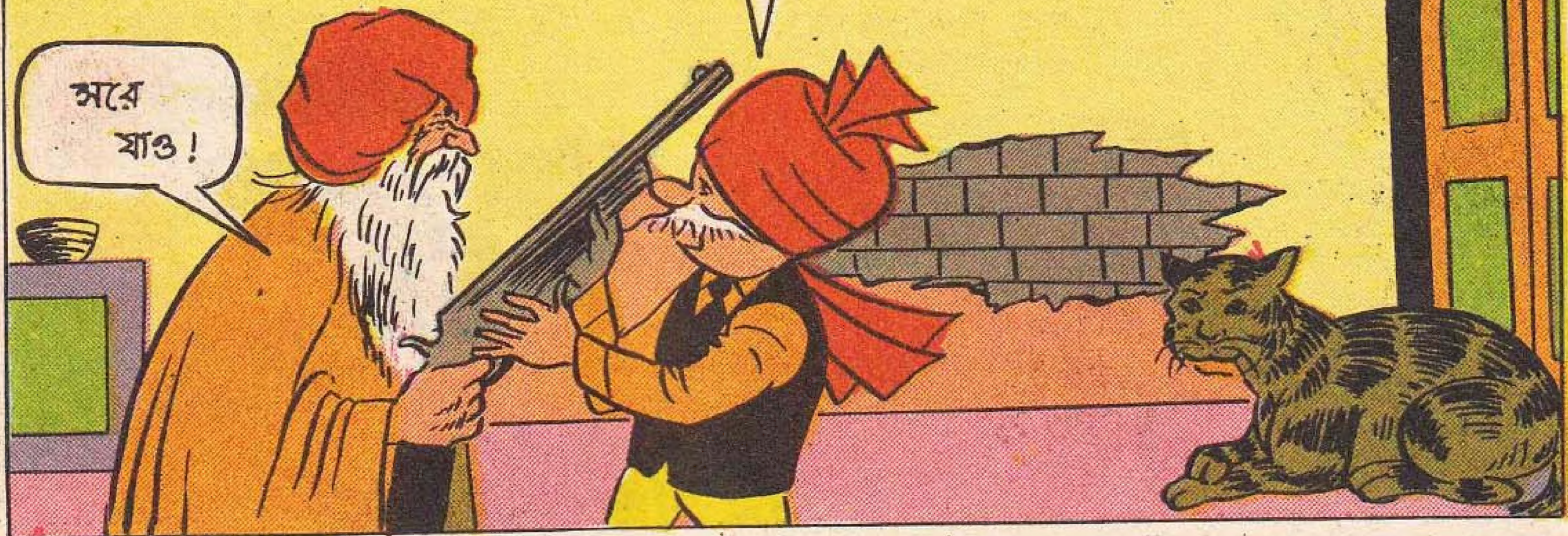
গুড়াম

আশ্চর্য্য গুলি খেয়েও ও বেঁচে আছে।

আচার্য্য মহাশয় বন্দুকের গুলিটা আসল ছিল তো?
তুই আবার বকছিস।

তারমানে তুই আমার আবিষ্কার আর জ্ঞানকে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছিস। ঠিক আছে।

বন্দুকের গুলি নকল হ'তে পারে
কিন্তু আমার জ্ঞানের পরীক্ষার
আরও অন্য উপায় আছে।

রেলগাড়ীতো নকল হ'তে পারে না;
আমি আমার আদরের বেড়ালকে
লাইনের সঙ্গে বেঁধে দিলাম।

গাড়ী আসছে !
বেড়ালটাকে ছেড়ে দি ?

না ও ঐখানে বাঁধা থাক
যতক্ষন না ওর ওপর দিয়ে
গাড়ী চলে যায়।

আহা
বেচারা বেড়াল !

চাচাজী আমি স্বপ্ন দেখছিনা তো ?
অদ্ভুত !
মিয়াঁও

ফিরে এসে।
এখন আরও কিছু দেখবে চৌধুরী, এবার ওকে অন্য ওষুধ খাওয়ালাম

লপর! চপর!

ওষুধ রক্তের সঙ্গে মিশতেই ও আগের আকারে ফিরে এল।
এখন ও সাধারণ পশুর মত হ'য়ে গেছে। ওকে এখন যে কেউ মারতে পারে।
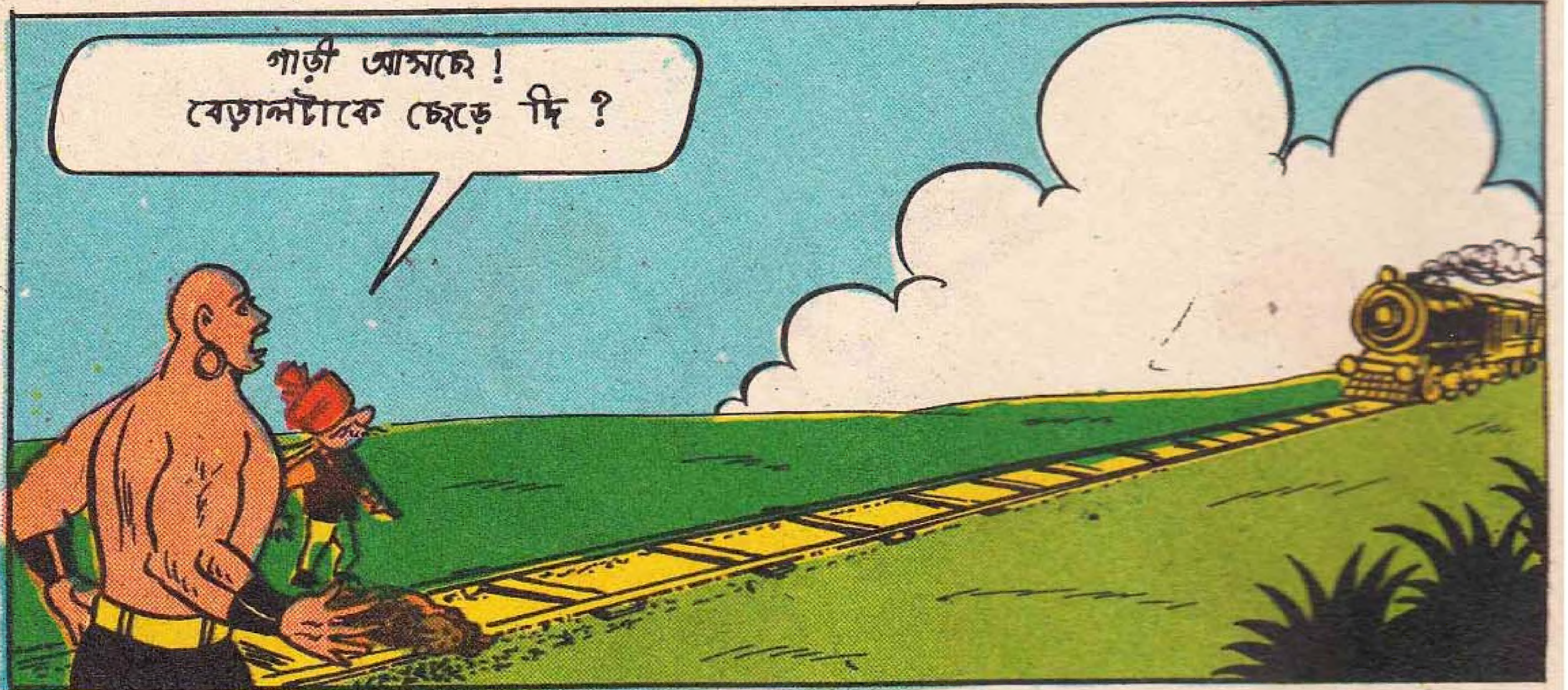
আমার তৈরী এই আরক মনুষ্য জাতির পক্ষে খুব লাভজনক হবে, এর কয়েক ফোঁটা পেটে গেলেই যে কোনও অসুখ সারবে এমন কি মৃত্যু থেকেও বাঁচবে।

আচার্য্য ! আপনি মনুষ্য জাতিকে একটা বিরাট বিপদের সামনে ফেলে দিলেন।

সেটা কি ক'রে ?

যদি আপনার এই আরক কোনও অপরাধ প্রবণ লোকের হাতে পড়ে তাহলে তার ফলাফল কি হবে জানো?
© PRAN'S FEATURES 1983

হ্যাঁ আমি বুঝতে পেরেছি এই আরক পান করতেই তার মৃত্যুভয় থাকবেনা, আর সে আরও বেশী অপরাধ করবে।

আমি এই বোতলের ওপর এই লেবেলটা লাগিয়ে দিচ্ছি তাহলে কেউ এর কাছে ঘেঁষবেনা।

চৌধুরী এই রহস্য শুধু আমি তুমি আর সাবুই জানি।

দুজনে বাড়ী রওনা হল।
আচার্য্য বিষের লেবেল লাগিয়ে আরকটাকে কিছুটা সুরক্ষিত করেছেন তবুও আমার কেমন আশঙ্কা হচ্ছে যেন কেউ এর অপব্যবহার করতে পারে

চাচাজী যদি সত্যি সত্যি এই আরক বিপজ্জনক হয় তাহলে আচার্য্য সেটা আবিষ্কার করলেন কেন ?

বৈজ্ঞানিক মাত্রই যে কোনও আবিষ্কার নিজের কৌতূহল মিটাবার জন্য করেন। তাঁরা এ বিষয়ে চিন্তা করেন না যে এই আবিষ্কারে মানুষের উপকার হবে না অপকার হবে।

গুপ্তচর রামদীন পুলিশ সুপারইনটেনডেন্টের আফিসে----।
কি হে রামদীন কি খবর এনেছ ?

হুজুর! জবর খবর আছে। কিন্তু ভয় হয় যে মুখ থেকে বার করলেই প্রাণটাও না বেরিয়ে যায়।

ভয় পেয়ো না রামদীন, পুলিসের সব সাহায্য তুমি পাবে।

হুজুর আমি এই মাত্র ডাকাত রাকাকে দেখেছি।

রাকা !! কোথায় !!
হুজুর ! নর্তকী মুন্নীবাঈয়ের কোঠায়।

ব্যস রাজদীন! এটাই যথেষ্ট।

পাঁচ ছ' জন সিপাই
আমার সঙ্গে চলো।

রাকা অনেকবার পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে।
এইবার যেন তা না হয়।

রাকা অত্যন্ত ধূর্ত কাজেই
সব সাবধান।

মুন্নীবাই

রাকা! দাঁড়াও!
নাহ'লে গুলি করবো।

কুত্তা!
উফ্!

রাকা! এক পা
এগুলেই গুলি করবো!

শেরা

শেরা দৌড়া! আজ তোর
পরীক্ষার সময় এসেছে।

রাকা পালিয়েছে ওকে
ধাওয়া করো।

ওদিকে শেরা রাকাকে পিঠে নিয়ে
হাওয়ার সাথে ছুটতে লাগলো।

ড্রাইভার আরও
তাড়াতাড়ি গাড়ী চালাও।

ধ্রাম!

চিঁ হী - হী-হী!!
শেরা

শেরার পায়ে গুলি লাগতে, রাকা আহত শেরাকে
ফেলে এগিয়ে চলল।
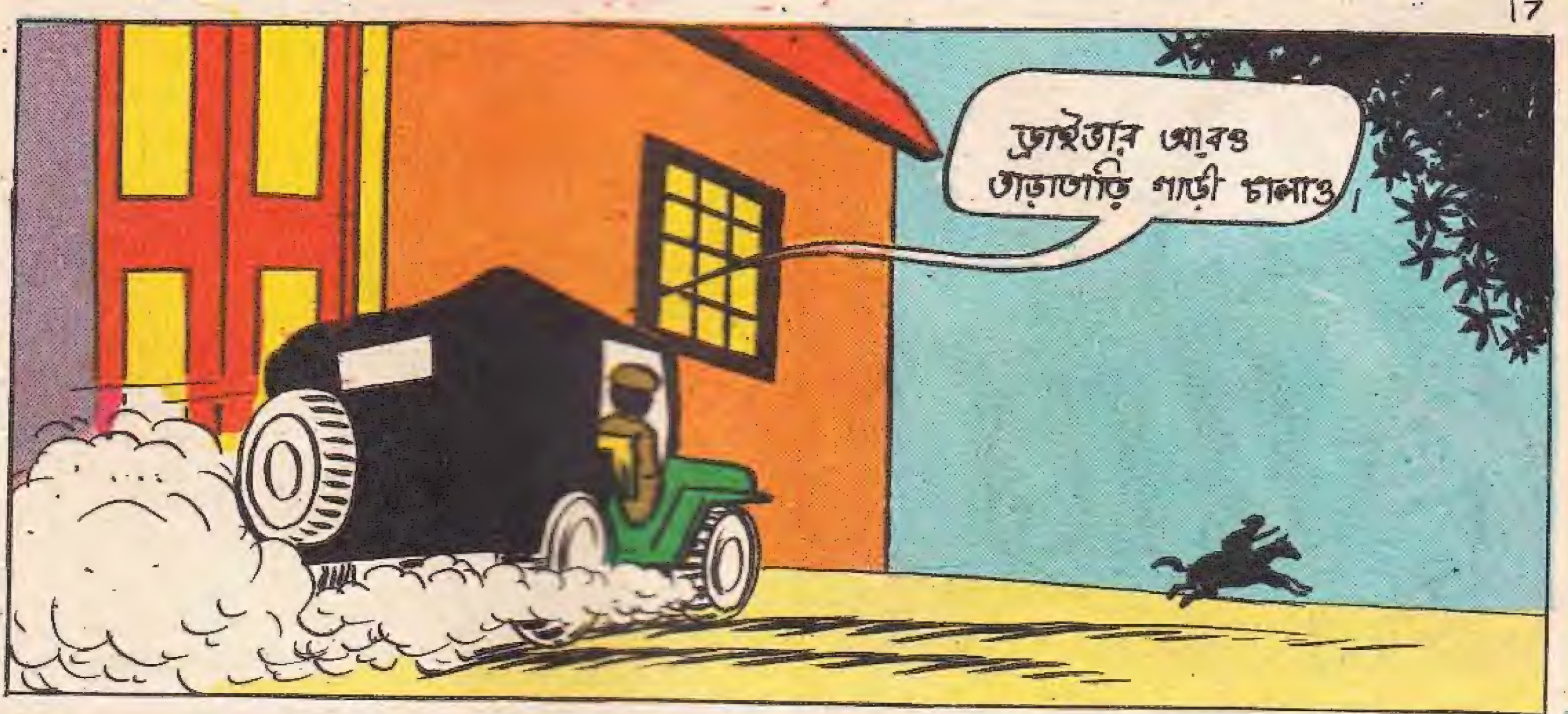
ও এদিকেই কোথাও লুকোবার চেষ্টা করছে এস আমার সাথে।

রাকা লুকোবার জায়গা খুঁজতে থাকে

এই শুকনো জড়িবুটি
একদিনে সারাবার ক্ষমতা রাখে।
©Banglapdf.net

সুপারইনটেন্ডেন্ট রাকাকে জানলা দিয়ে ঢুকতে দেখে গুলি করলেন।
গুম!

কে ?
ঝপাস

বুড়ো চুপ! একটুও আওয়াজ করলে তোমার খুলি ফাঁক করে দেব।

রাকা এই বাড়ীতে ঢুকেছে। এর চারদিক ঘিরে ফেল।

কুত্তারা! এমন একটু আড়াল পেয়েছি ; আমি এক্ষুনি তোদের সাবাড় করছি।
ধম !

সবাই
আড়ালে লুকাও।

আমি তোদের
ঝাঁঝরা করে দেব।
ধুম

ওহ, এর নিশানা অব্যর্থ
দেখছি।

চারদিক থেকে
গুলি কর।
ধুম!

ওঃহোঃ!
টিক-টিক!

সেপাইরা! রাকার দিক থেকে গুলি আসা বন্ধ হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে ওর কারতুজ খতম হয়ে গেছে।

আস্তে আস্তে এগিয়ে যাও।

ওহ! ওরা আমাকে ঘিরে ফেলেছে, কিন্তু রাকাকে জ্যান্ত ধরা অত সহজ নয়।

এই বিষটুকু যথেষ্ট। পুলিসের হাতে ধরা পড়ার চেয়ে আত্মহত্যা করা অনেক ভাল।

থামো! তুমি এটা খেতে পারনা।
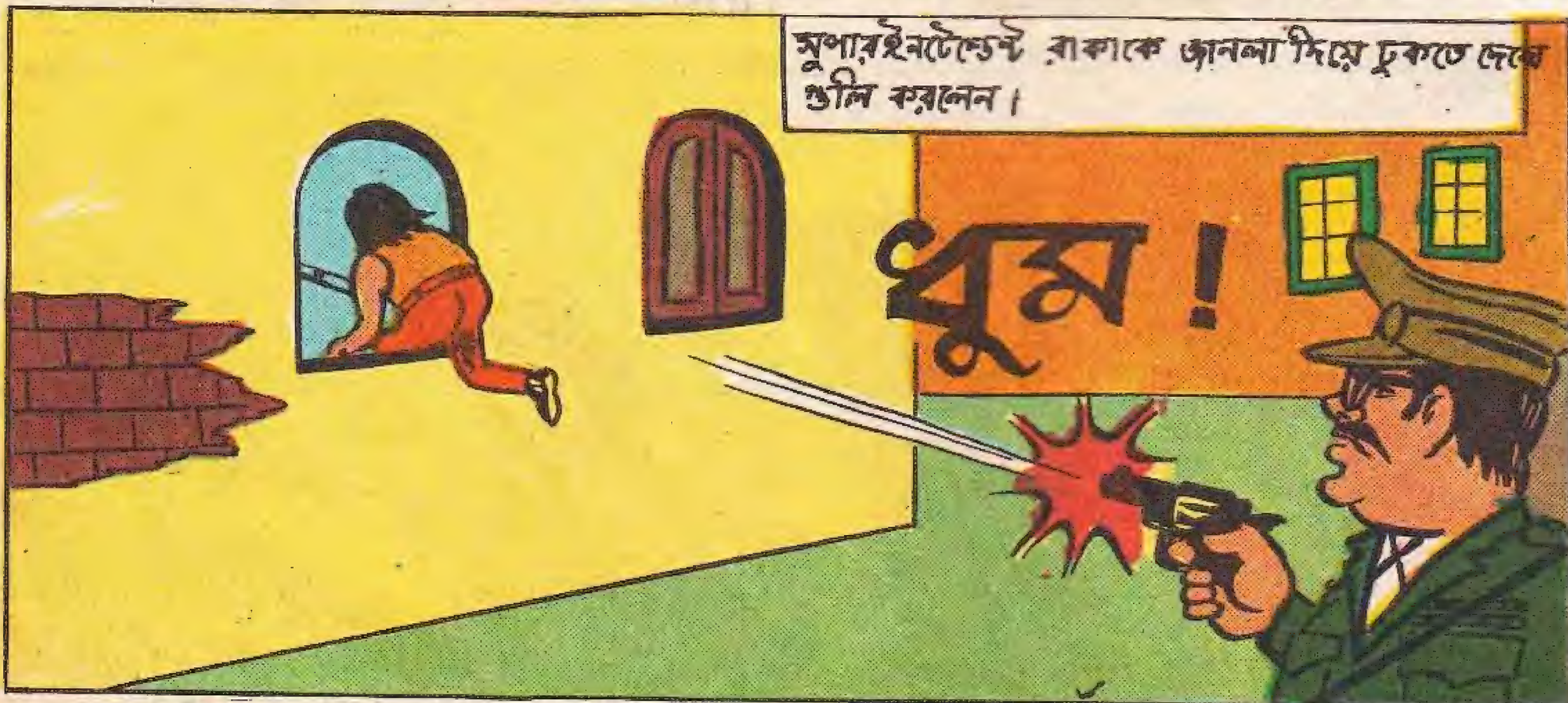
পুলিস এসে আমার লাশই পাবে। লোকে বলবে যে রাকা বীরের মত জীবন কাটিয়েছে এবং বীরের মত মরেছে।

আরে! আমার শরীরের মধ্যে কেমন অস্থিরতা ঘটছে! ব্লাড প্রেসার বেড়ে গেছে। হাড়গুলো মোচড় দিচ্ছে। বোধহয় মৃত্যুর লক্ষণ

আরে! এ কী!

স্যর! দেখুন রাকা!

হে ভগবান, আমি স্বপ্ন দেখছি না তো?

আমি সমস্ত গুলি ব্যাটার পেটে ঢুকিয়ে দিলাম অথচ ওর কোনও চোটও লাগলো না আর রক্তও পড়লো না।

এই সমস্ত ওঁচা কারসাজীতে ও আমাকে বিচলিত করতে পারবেনা। আমি এক্ষুনি ওর বুক ঝাঁঝরা করে দিচ্ছি

ধাম!
ধাম!
ধাম!

আরে! এত গুলি খাবার পরেও আমি বেঁচে আছি?

তোমরা আমার কিছুই করতে পারবে না। পিছনে হটে যাও
একে রোকো।

টিশুম!
ওফ!
উ-হু-হু

আমি কি খেয়েছি জানিনা যাই হোক এখন পুলিস আমাকে ধরতেও পারবেনা আর মারতেও পারবেনা।

চাচাচৌধুরীর বাড়ী।
রকেট! আয় অনেক ঘোরা হয়েছে। চল এখন বাড়ীতে বসে একটু আরাম করি।

আমি এই মাত্র ঘরটা পরিষ্কার করেছিলাম আর তোমরা কাদা পায়ে গোটা ড্রইং রুমটা নোংরা করলে ?

সত্যি তো এখন যদি কোনও অতিথি আসে তো সে এই নোংরা ঘরটা দেখে কি ভাববে ?

এস, আমরা রান্নাঘরে গিয়ে বসি।

গিন্নী তুমি খুশী হওনি ?

বেরিয়ে যাও !

ক্রীং-ক্রীং-
ওহো! টেলিফোন!

হ্যালো
চৌধুরী শিগ্গীর চক্রমাচার্য্যের বাড়ীতে আসুন।

কিছু অনর্থ হয়েচে নিশ্চয়।

সাবু! তাড়াতাড়ি আমার সঙ্গে চলো, মনে হয় চক্রমাচার্য্যের প্রাণ বিপন্ন।

চক্রমাচার্য্যের বাড়ি।

ওর অদ্ভুত আরকের বোতল খালি। ঠিক যা ভয় করেছিলাম তাই হয়েছে।
ওদিকে রাকা তার সঙ্গীদের সাথে।
সরদার! মাল প্রতিদিন কমেই চলেছে। কোনও শেঠের গদি বা বিয়ে বাড়ি লুটলে কিছু বন্দুক আর কারতুজ কেনা যেত।

আজ থেকে ছোটো লুটপাট বন্ধ। আমরা বড় কিছু করবো। ব্যাঙ্ক লুটবো।
সরদার রাকা!
জিন্দাবাদ!

আর রাকা সঙ্গীদের নিয়ে সিটি ব্যাঙ্কের দিকে রওনা হল।

সাথীরা! ওই যে ব্যাঙ্ক! চেক্ ক্যাশ করার জন্য তৈরী হও।

সব নোট সামনে রেখে দাও! নাহলে।
ডাকাত

যে যেখানে আছ ঐ খানেই থাকো! যদি কেউ চালাকি করার চেষ্টা কর তাহলে এই দুনিয়ায় তার শেষ দিন বুঝলে ?

ব্যাঙ্ক লুট করা অত সহজ নয়, বন্দুকটা ফেলে দাও খোকা।

ঘ্যাচাং!

বেকুফ! ব্যাঙ্ক লুটের আগে দারোয়ানকে আগে মারতে হয় বুঝলি ?
মাফ করো সরদার আর কখনও এমন ভুল হবে না।

কেটে পড়ি !

ব্যাঙ্ক লুট করা সহজ নয়, সবটার
খাজাঞ্চীকে ফেরৎ দাও ।

তুই তোর মৃত্যু
নিজেই ডাকলি
বুড়ো !
দুম !

পুলিস
গাড়ী থামাও! ওই ব্যাঙ্ক
থেকে গুলির আওয়াজ
এসেছে ।

আরে এ ত' বাকার দল
ঘিরে ফেল সব্বাইকে।

ইন্সপেক্টর! বাকার রাস্তা আটকাবার সাহস তোমার কি করে হয়? তুমি এই বোকামীর সাজা পাবে।
সাথীরা সব কটাকে ঝাঁঝর করে দা

শুট!
ধুম!
ধাম!
তড়-ড়-ড়!!!
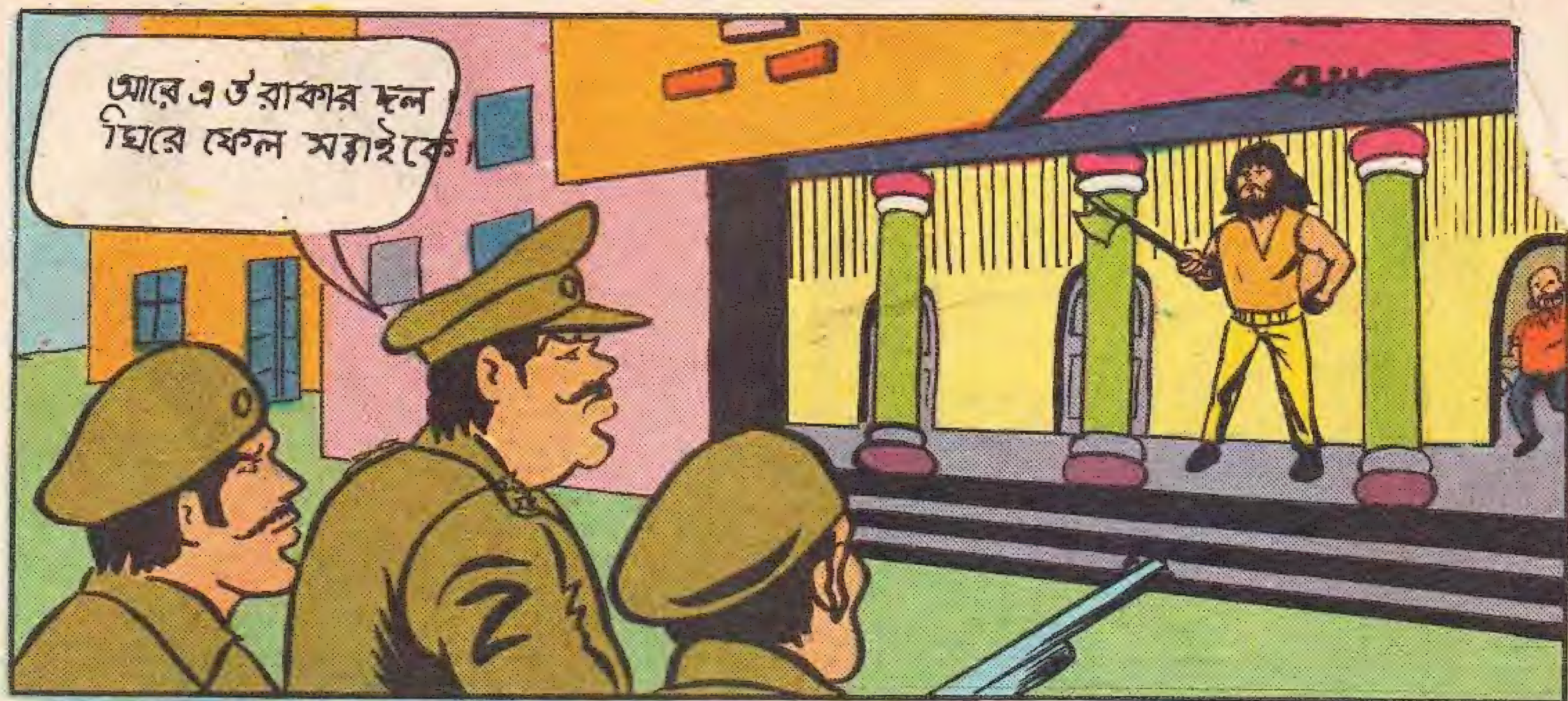
কি? আমার সব সাথীদের মেরে ফেললো

রাকা তুমি আমার কাছে আত্মসমর্পণ কর নয়তো তোমার অবস্থাও তোমার সাথীদের মতো হবে।

ইন্সপেক্টর! তোমাদের এই সব ছররা আমার গায়ে কোনও আঁচড় কাটতে পারবেনা। তোমার শেষ সময় এসেছে, এখন ভগবানের নাম কর, আর এই দুনিয়া ছেড়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হও

এই ক্যানেস্তারাটাও আর কোনও কাজে লাগবে না।

কেননা রাকাই পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী লোক। আজ পর্য্যন্ত দুনিয়ার আর কোথাও কোনও লোক জন্মায়নি যে রাকার চুলের ডগাও ছুঁতে পারে।

আমার কোনও সাথীর কাতরানোর শব্দ আসছে

ক্ষোভ
সরদার! আমরা সারা জীবন তোমার একনিষ্ঠ সঙ্গ দিলাম। আজ তুমি কি আমাদের রক্ত এই ভাবে ব'য়ে যেতে দেবে?

না! তোমাদের রক্ত আমি এমনি ব'য়ে যেতে দেব না, আমি তোমাদের প্রত্যেক ফোটা রক্তের বদলে দশটা ক'রে মানুষ মারবো।
মা কালীর দিব্যি, যতক্ষন না আমি প্রত্যেক দেশের হাজার লোককে মেরে তোমাদের মৃত্যুর প্রতিশোধ না নিচ্ছি ততক্ষন আমি নিঃশ্চিন্তে বসব না।

পৃথিবীর সব দেশ সাবধান
রাকা আসছে বদলা নিতে

আর রাকা তার গরম রক্তকে ঠান্ডা করবার জন্য রওয়ানা হ'ল।

এই পাইলট আমার কাজে আসতে পারে।

আমি পৃথিবীর সব দেশে যেতে চাই।
তুমি এত সহজে বলছ যেন ট্যাক্সী নিয়ে দিল্লী ঘুরতে যাচ্ছ। যাও নিজের পথ দেখ।

আর কেউ যদি একথা বলত তাহলে এতক্ষনে তার মাথা আলাদা করে দিতাম। কিন্তু আমার এই পাইলটের প্রয়োজন আছে

নাও এই নোটের গাঁঠরি। এবার বল ?

ওহো! এত নোট ! এহ সব নোট কি আমা

লম্বু ! তুমি আসতে পার তবে হ্যাঁ মাথা নিচু ক'রে ঢুকো !

তারপর এরোপ্লেন রাকাকে নিয়ে আকাশে উড়ে চলল !

তুমি এত সব দেশে যেতে চাও কেন ?
আমি দিব্যি করেছি যে প্রত্যেকটা দেশের প্রায় এক হাজার লোককে আমি খতম করব ।

মনে হচ্ছে তুমি সেই ডা রাকা, নয় কি
ঠিক চিনেছ, পাইলট ! আমি লোকগুলোকে মার আর তুমি টাকা লুটবে

বাবা এই হ'ল নিউইয়র্ক!
তুমি এখানেই দাঁড়াও আমি একটু শহরটা ঘুরে আসি।
STORE
WEST

এই উজবুক! রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটছিস কেন?

তুমি আমাকে উজবুক ব'ললে? নাও এবার তার সাজা ভোগো!
পুলিস! পুলিস!

রাকা গাড়ীটাকে পুরো জোরে ছুঁড়ে ফেললো।

ইশ্! গাড়ীটায় আগুন ধরে গেছে,
আরে ওর ড্রাইভারটাও যে পুড়ে গেল।

গাড়ীটার থেকে ওই উঁচু বাড়ীটাতেও আগুন ধরে গেছে।
ওর মধ্যে হাজারো লোক আটকা পড়ে গেছে।
ফায়ার ব্রিগেডকে ডাকো!
বাঁচাও!

দেখেছি কে ডাকে ফায়ার ব্রিগেড কে ?

ঘটাক

ওঃহো

মূর্খ আজ তোর পাগলামীর শেষ হবে। আমেরীকান ট্যাঙ্ক যুদ্ধের ময়দানে পুরো ব্যাটেলিয়ন খতম করে এসেছে।
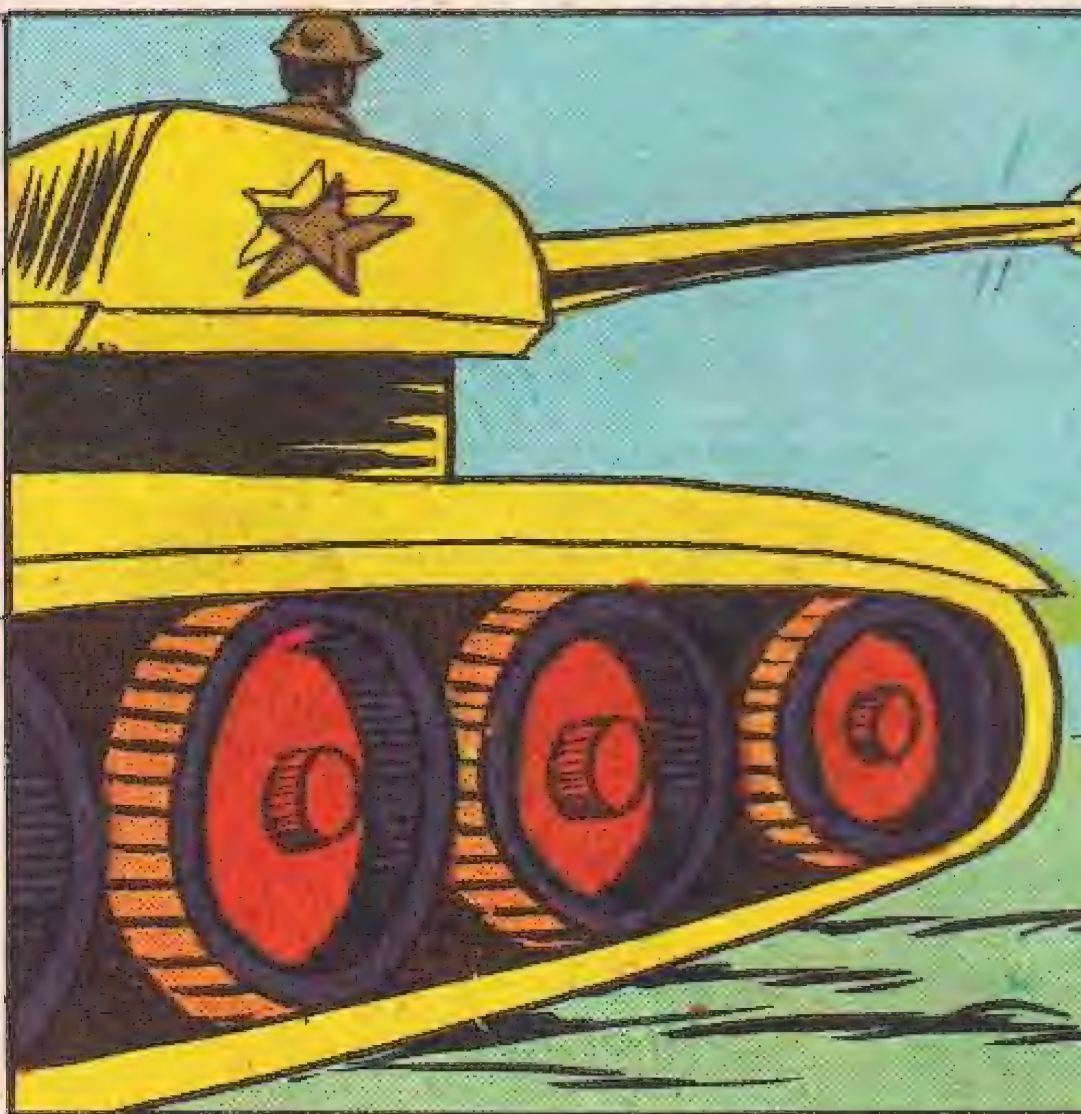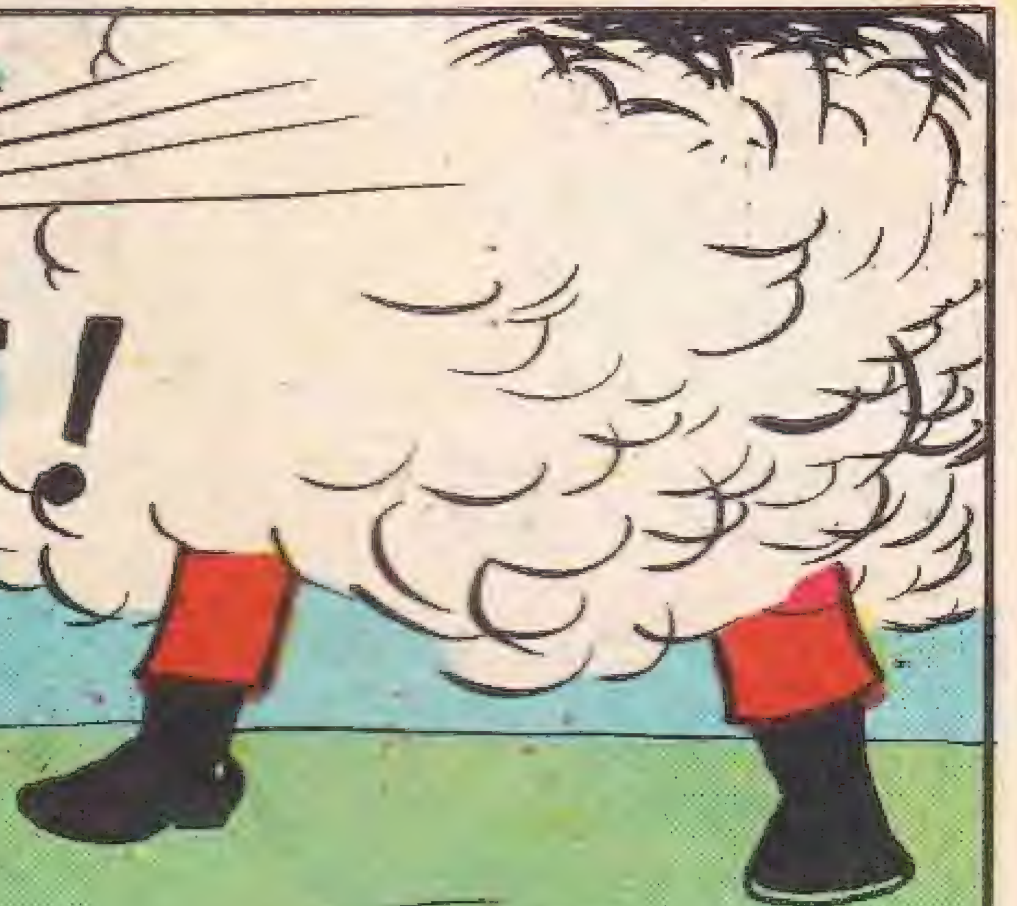
ধুম!

অসম্ভব! আমার ট্যাঙ্কের গোলা কাউকে লাগার পরেও সে বেঁচে থেকেছে, আজ পর্য্যন্ত তা হয়নি।
ছুঁচো! এবার আমার পালা
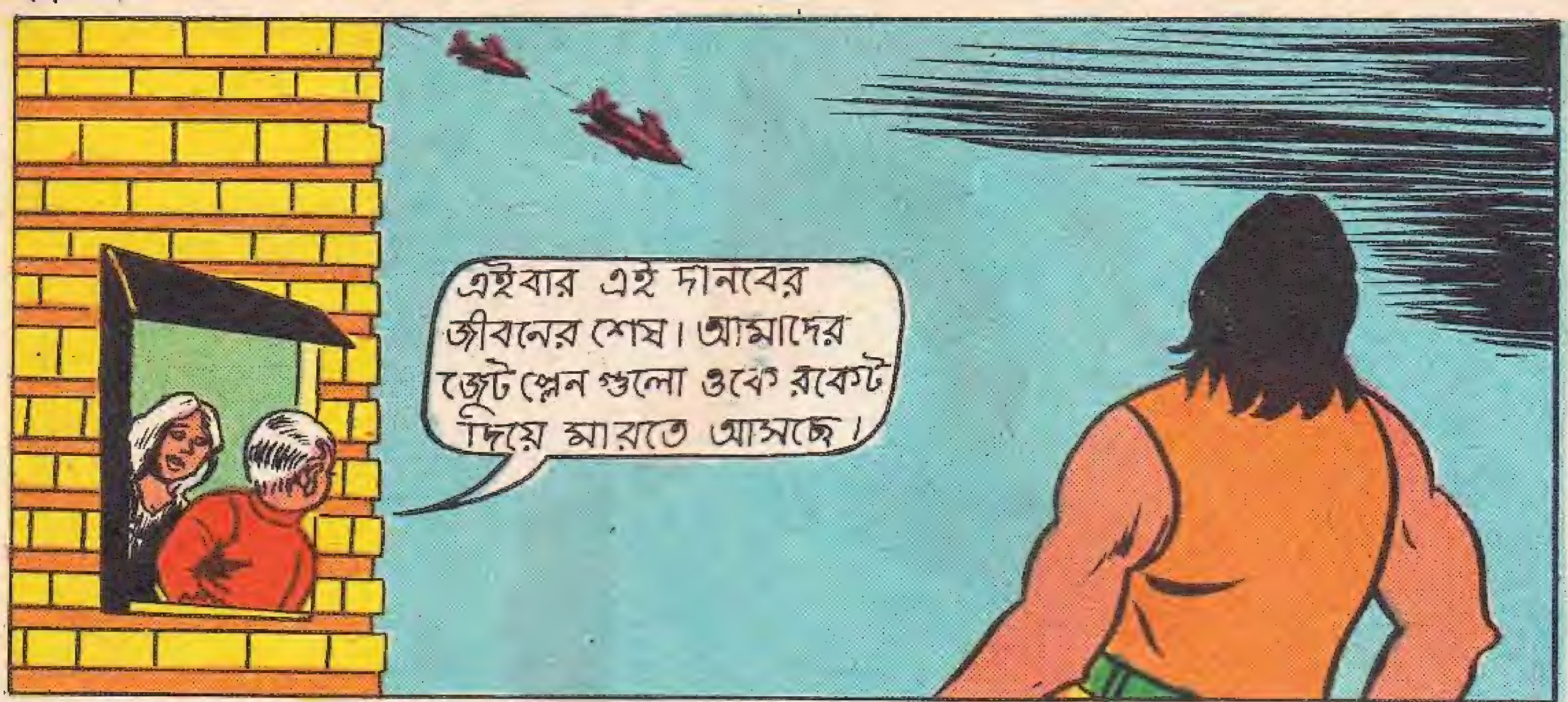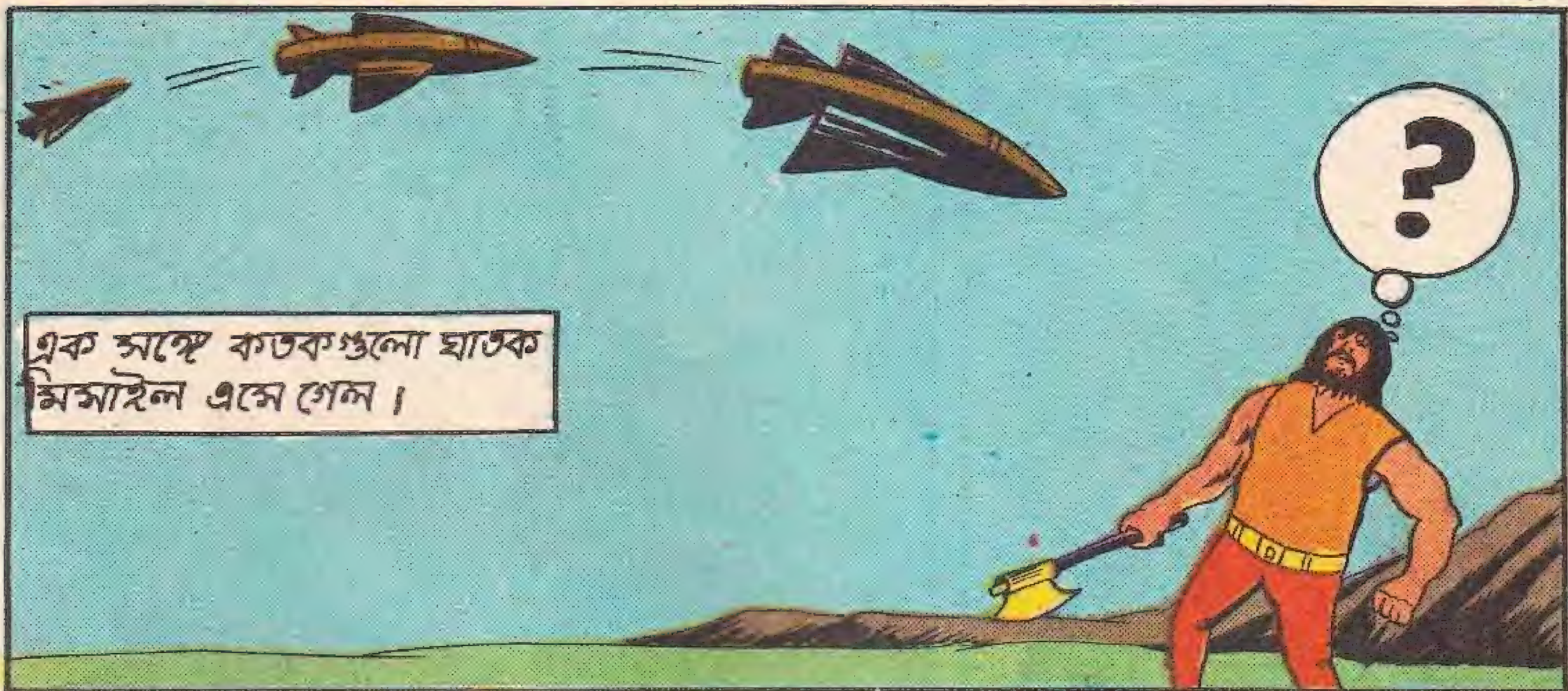
কড়াৎ!
আহ্‌!

রাকা তুমি বহু লোক মারলে।
ক্যাপ্টেন এ তো সবে শুরু। চলো অন্য কোন দেশে যাই।

ক্যাপ্টেন! এই সুন্দর শহরটা কি?
রাকা, এটা ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস।
ক্যাপ্টেন প্লেন নামাও, আমি এখানকার সৌন্দর্য্য কিছুটা কম করে দিতে চাই।

শুরু হলো প্যারিসের রাস্তায় নরহত্যা। লাশের ঢের লেগে গেলো শহরে।
বাঁচাও!
পালাও!

এইবার এই দানবের জীবনের শেষ। আমাদের জেট প্লেন গুলো ওকে রকেট দিয়ে মারতে আসছে।

বুম-বুম-বুম!!

তারপর শুরু হলো বোমাবর্ষণ

হে ভগবান! এ লোকটা কি দিয়ে তৈরী?
ওর গায়ে কোনও আঁচড়ও লাগলো না।

সমস্ত ফ্রান্সে রক্ত বইয়ে অন্য দেশে রওনা হ'ল।

এবার ও রুশের রাস্তায় লাশ ভরিয়ে দিল।
দানবটা আসছে!
ও সবাইকে মেরে ফেলবে

রুশীয় ডিফেন্স হেড কোয়ার্টার।
ঐ বিরাট মানুষটা না জানি কোথা থেকে এসেছে।
আমি ওর সম্বন্ধে খবর কাগজে পড়েছি। এই সব রুশের বিরুদ্ধে আমেরীকার চাল। রুশ এই ষড়যন্ত্র বিফল করে দেবে

ঐ দানবটাকে কোনও নির্জন জায়গায় নিয়েগিয়ে মিসাইল দিয়ে উড়িয়ে দাও!

তুমি আমাকে দেখে ট্রাক দাঁড় করালে কেন? আমাকে তোমার ভয় করেনা?
আমি কমরেড জুম্মোভ তোমার বন্ধু; আমার সঙ্গে এস, তোমাকে এমন জায়গায় নিয়ে যাব যেখানে তুমি মারবার জন্যে অনেক মানুষ পাবে।

কমরেড জ্যোভ ট্রাক আরও বেগে চালাও, ঠান্ডা হাওয়ায় আমার বেশ আনন্দ হচ্ছে

জ্যোভ এ তুমি আমাকে কোন নির্জন জায়গায় আনলে।
এটা সাইবেরিয়া, আমার অফিসাররা আমাকে যে রকম হুকুম দিয়েছে, আমি সেই রকম করেছি।
ধোঁকা! তুমি এর সাজা পাবে।

আহ-হ-হ!!!

সাইবেরিয়ায় রুশী মিসাইল....
ফায়ার!

যখন বিশ্বের সব দেশ রাকার অত্যাচারে ত্রাহি-ত্রাহি করছে তখন সংযুক্তরাষ্ট্রসংঘে আপৎকালীন অধিবেশন ডাকা হ'ল।

রাকা এমন এক ক্যান্সার, যাকে এক্ষুনি শেষ না করতে পারলে ও সমস্ত মানব জাতিকেই শেষ করে দেবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে কে ওকে মারবে? আমাদের সমস্ত অস্ত্রই ওকে মারতে বিফল হয়েছে।

এই সমস্যার সমাধান একমাত্র একজনই করতে পারে, হচ্ছে চাচাচৌধরী যার বুদ্ধি কম্পিউটরের চেয়েও প্রখর।
চাচাচৌধরী
চাচা চৌধরী
চাচ
চৌধরী.

অমন রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল চাচাচৌধরী কে ফোন করলেন।
... চাচাজী নির্দোষ লোকেদের রাকার হাত থেকে কেউ যদি বাঁচাতে পারে সে একমাত্র আপনি

সেক্রেটারী সাহেব! আমি রাকার সম্বন্ধে খবরের কাগজে পড়েছি, রাকাকে এমন কোথায় পাওয়া যাবে?
সাইবেরিয়ায়

চাচাচৌধরী আর সাবু প্লেনে সাইবেরিয়ার দিকে রওনা হলেন।

সাইবেরিয়া
সাবু এটা ঠান্ডার দেশ। তোমার শীত করছে না তো?
না, আপনি তো জানেন আমি জুপীটারের বাসিন্দা।

প্রথমবার যখন রাকার বিষয় খবরের কাগজে বেরিয়েছিল, তখনই আমি বুঝেছিলাম যে চক্রমাচার্য্যের অদ্ভুত আরক ওর হাতে পড়েছে
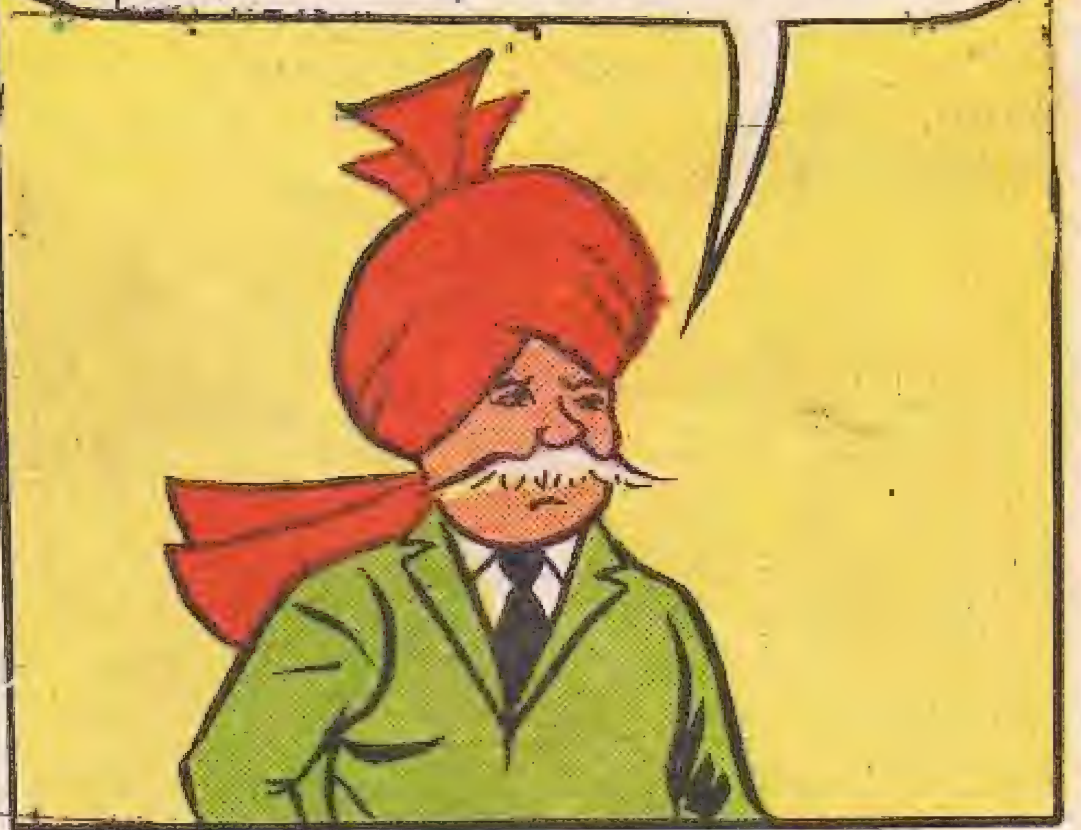
কিন্তু এমন একজনের সঙ্গে লড়তে যাওয়া যাকে আমরা মারতেই পারবোনা, এটা তো নিজেদের মরণ ডেকে আনা।
কিন্তু তা হলেও চাচাজী, কোনও উপায় তো বের করতেই হবে।

এ আমি ঠিক দেখছি তো? চাচাচৌধরী আর সাবু আমার খুব ভুল হয়ে গেছে, সবের আগেই এদের দুজনকে আমার মেরে ফেলা উচিৎ ছিল।

চৌধরী! সাবু! তাড়াতাড়ি ঠিক কর তোমাদের দুজনের মধ্যে কে আগে মরবে

মূর্খ! তোর পাপের কলসী পূর্ণ হয়েছে। এখন তোর শেষ সময় উপস্থিত।

শেয়াল! তুই কি জানিস না যে কেউ আমাকে মারতে পারবেনা, আমার কুঠার পড়লো বলে!

ঘটাক!
নিমেষের মধ্যে চাচাজী দূরে সরে গেলেন।

ও আবার মারতে আসছে, আমার এক্ষুনি ওকে থামানো উচিৎ।

আবু মাঝখানে
এসে আঘাতটা
নিজের হাতের
উপর নিল।

খটাশ

যা আমার কুড়ুলটা

রাকা কাছে আসতেই।
উহ্!

আমার চোখ গেল ! কিছু দেখতে পাচ্ছিনা!

রাকা কাছের জলস্রোতের দিকে গেল।

হাঃ হাঃ আমরা রাকার অর্ধেক তেজ নষ্ট করে দিয়েছি।

না সাবু! ও জল থেকে বেরিয়ে আসার আগেই আমাদের পরের পাঁয়তারা কষতে হবে।

তাহলে ওর জল থেকে বেরিয়ে আসার আগেই আমাদের পরের পাঁয়তাড়া কষতে হবে।
সাবু, একটু দাঁড়াও আমাকে একটু ভাবতে দাও

আর চাচাজী গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন।

সাবু! আমি আমার সব রকমের দাঁওপেঁচ ভেবে দেখলাম যে এই অবস্থায় একমাত্র ফরমুলা নং ৩৬৮ কাজে আসতে পারে তবে এতে তোমার প্রাণ সংকটে পড়তে পারে।

আমি নিজের প্রানের বাজী লাগাতে প্রস্তুত আছি। আমিও এই ফরমূলায় আশার আলো দেখতে পাচ্ছি।

ওদিকে রাকা নিজের চোখের লঙ্কা গুঁড়ো জলে ধুয়ে সাফ করে ফেললো।
আমার সঙ্গে এই চাল।

আমি দুজনকে জ্যান্ত রাখবোনা।

সাবু তাড়াতাড়ি!
ভীতুর দল! পালাচ্ছিস কোথায়? মরতে তোদের হবেই আমার হাতে।

রুশের অন্তরীক্ষ অনুসন্ধান কেন্দ্র
সাবু মহাকাশ-যানের দিকে ছুটলো।

আর উপরে চড়তে লাগলো।

মাফ করো কমরেড! তোমার সেলামের জবাব পরে দেব। এখন বড্ড তাড়াতাড়িতে আছি।
কন্ট্রোল রুম

সাবু রকেটে লুকানো বেকার!

রাগে অন্ধ হয়ে রাকা রকেটে চড়ে গেল।

ওদিকে কন্ট্রোল রুমে।
এই হচ্ছে সুযোগ---

কন্ট্রোল রুমে বসে চাচাচৌধুরী বোতাম টিপে রকেটকে অন্তরীক্ষে ছেড়ে দিলেন।
উফ! না!

এই সমস্ত ওই ছুঁচো চাচাচৌধুরীর চাল।

রকেট তৎক্ষনে অন্তরীক্ষে সহস্র আলোকবর্ষ দূরে অন্তরীক্ষ ভেদ করে চলে গেল।
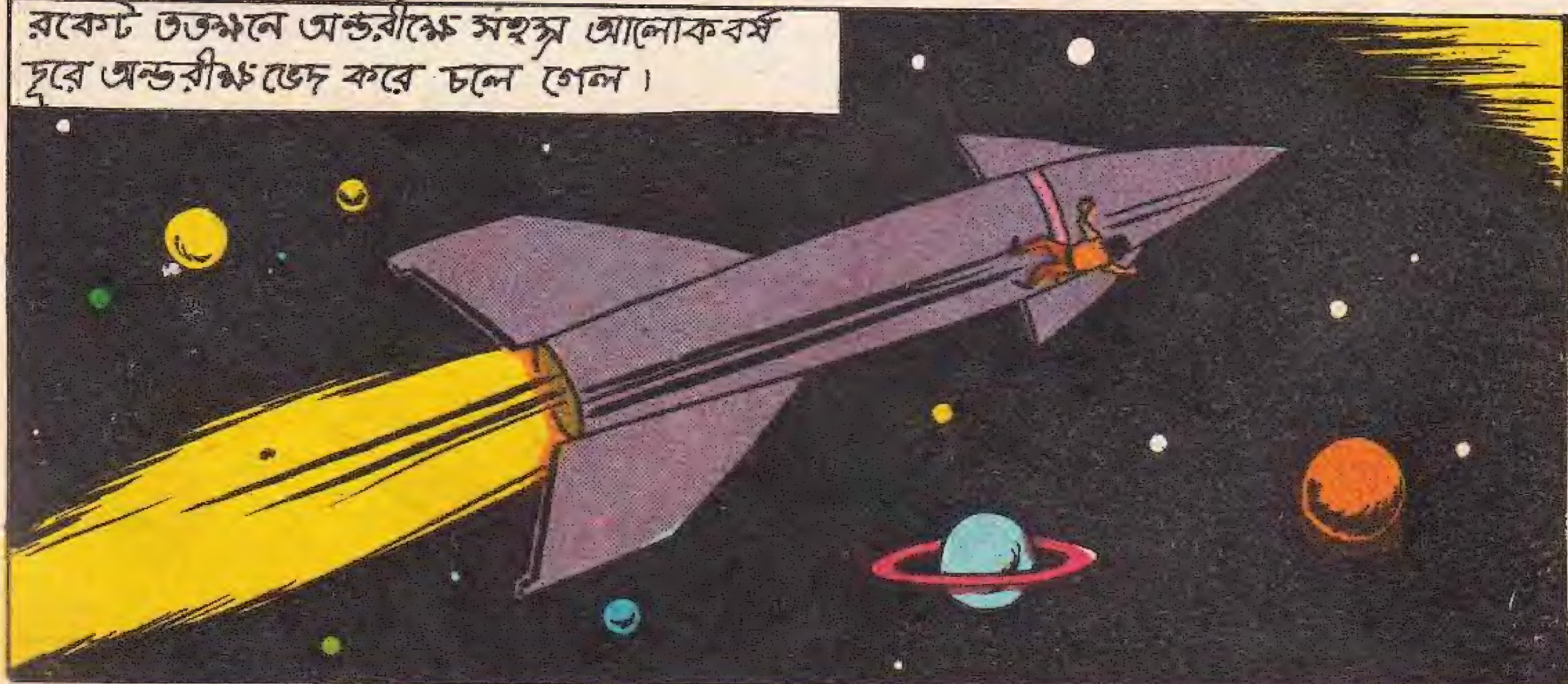
রকেটে বসে সাবু পৃথিবীতে চাচাচৌধুরীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলো।
চাচাজী আমি ভেতরে আছি; আর রাকা বাইরে! আমাদের চারিদিকে অন্তহীন অন্তরীক্ষ। এখন আমাদের পরের চাল কি হবে?

পৃথিবীতে।
সাবু তুমি মহাশূন্যে বিনা অক্সিজেনে থাক পার * আমাদের প্ল্যা এই পর্যন্ত সফল হয়ে এখন তুমি বাইরে যাও, ফরমূলার শেষ চাল
* কেননা সাবু জুপীটার গ্রহের বাসিন্দা।

সাবু বাইরে আসার জন্য রকেটের দরজাটা অল্প খুললো।
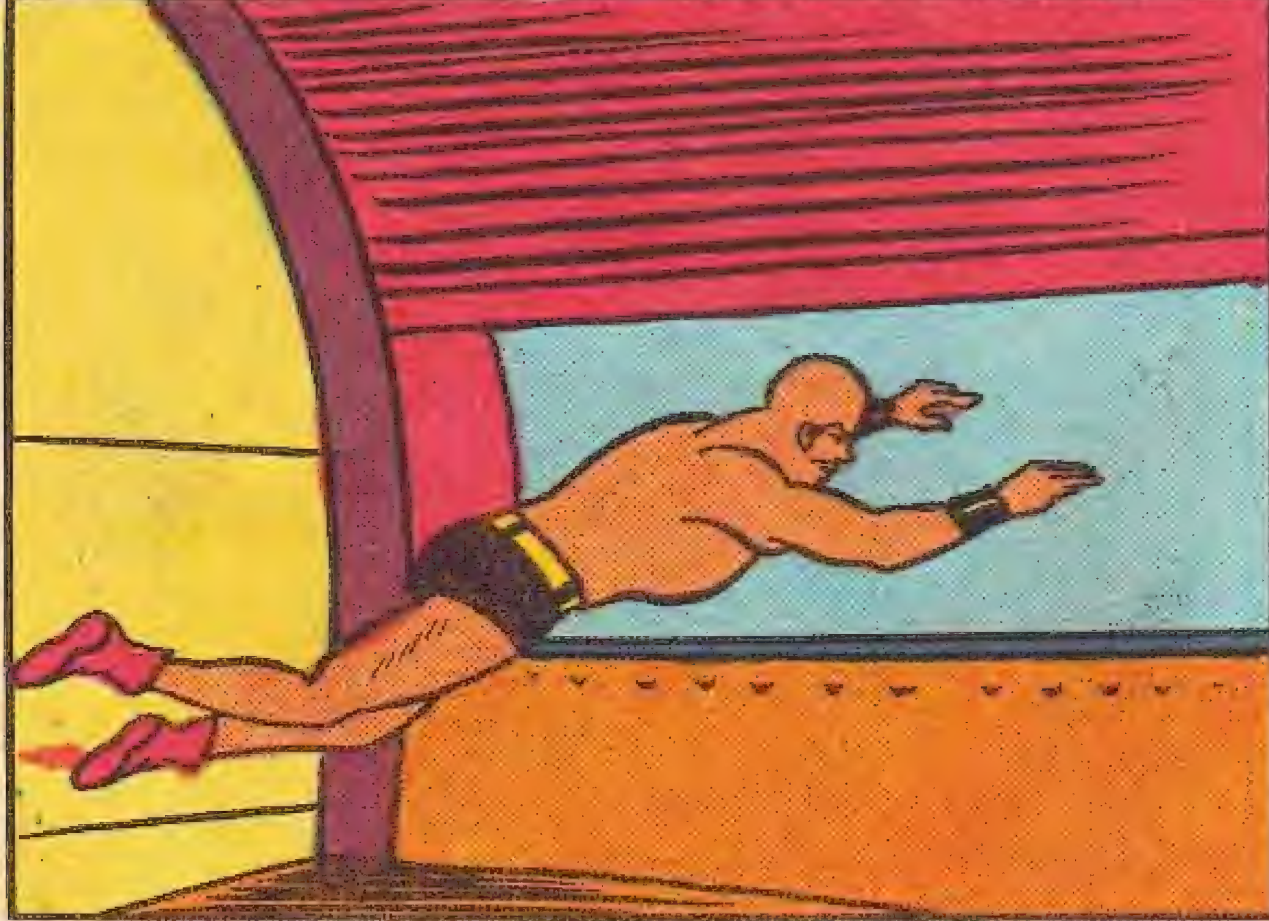
ওহোঃ! আমি পড়তে পড়তে বেঁচেছি।
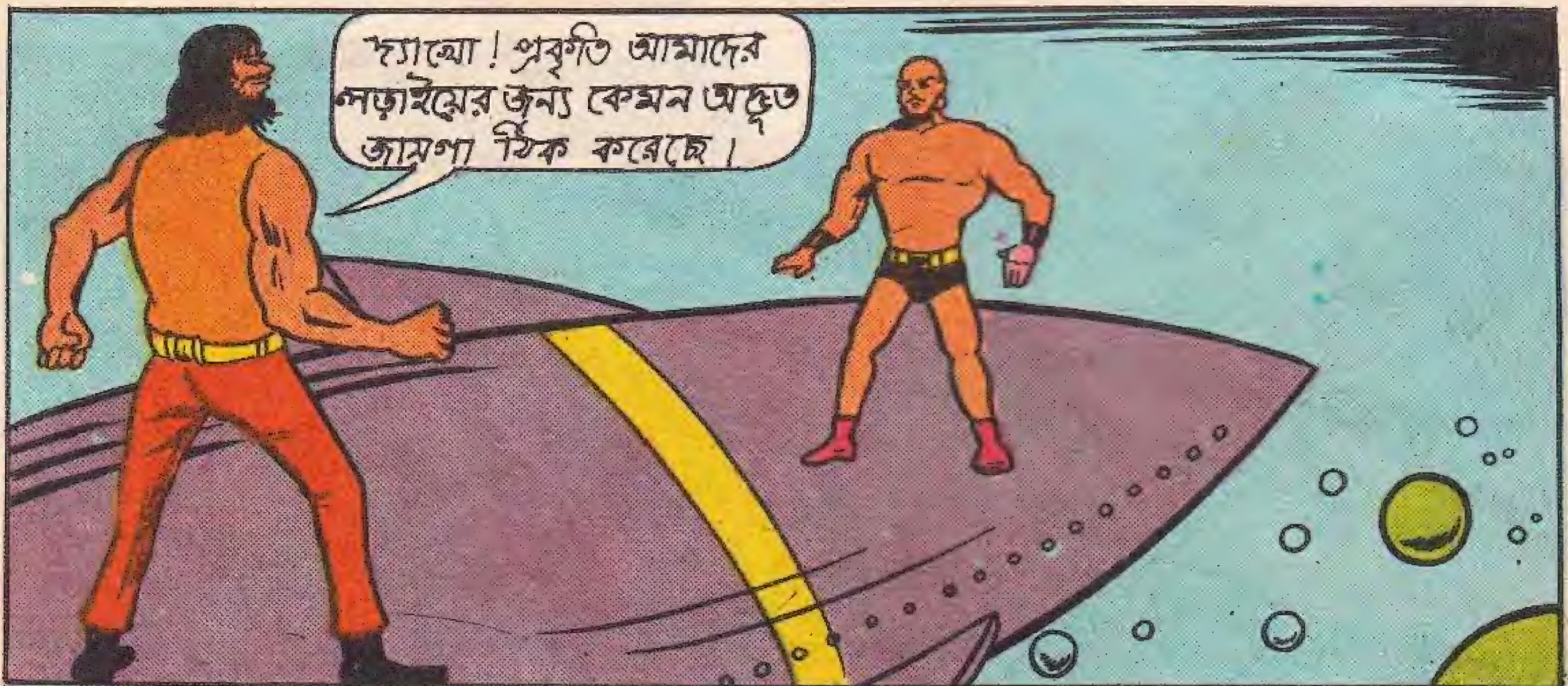
হ্যালো! প্রকৃতি আমাদের লড়াইয়ের জন্য কেমন অদ্ভুত জায়গা ঠিক করেছে।

নাও আমার
সেলাম কবুল করো।
ওঃহ!

বেকুব! তুই যখন জানিস যে
আমি মরতে পারিনা তবে তুই
কেন মরতে এলি ?

অমনই সাবু পাল্টা
মারলো।

আর...
ওহো!

ধড়াম!

যদি রকেট থেকে আমার হাত
ফস্কে যায় তাহলে চিরকালের
জন্য আমি মহাশূন্যে হারিয়ে যাব।

রাকা শক্তি লাগিয়ে রকেটে উঠে
এল। ওর চোখ থেকে তখন
আগুনের ফুলকি বের হচ্ছিল

লম্বু! তুই এখনও রাকার
রাম আছাড়
দেখিসনি।
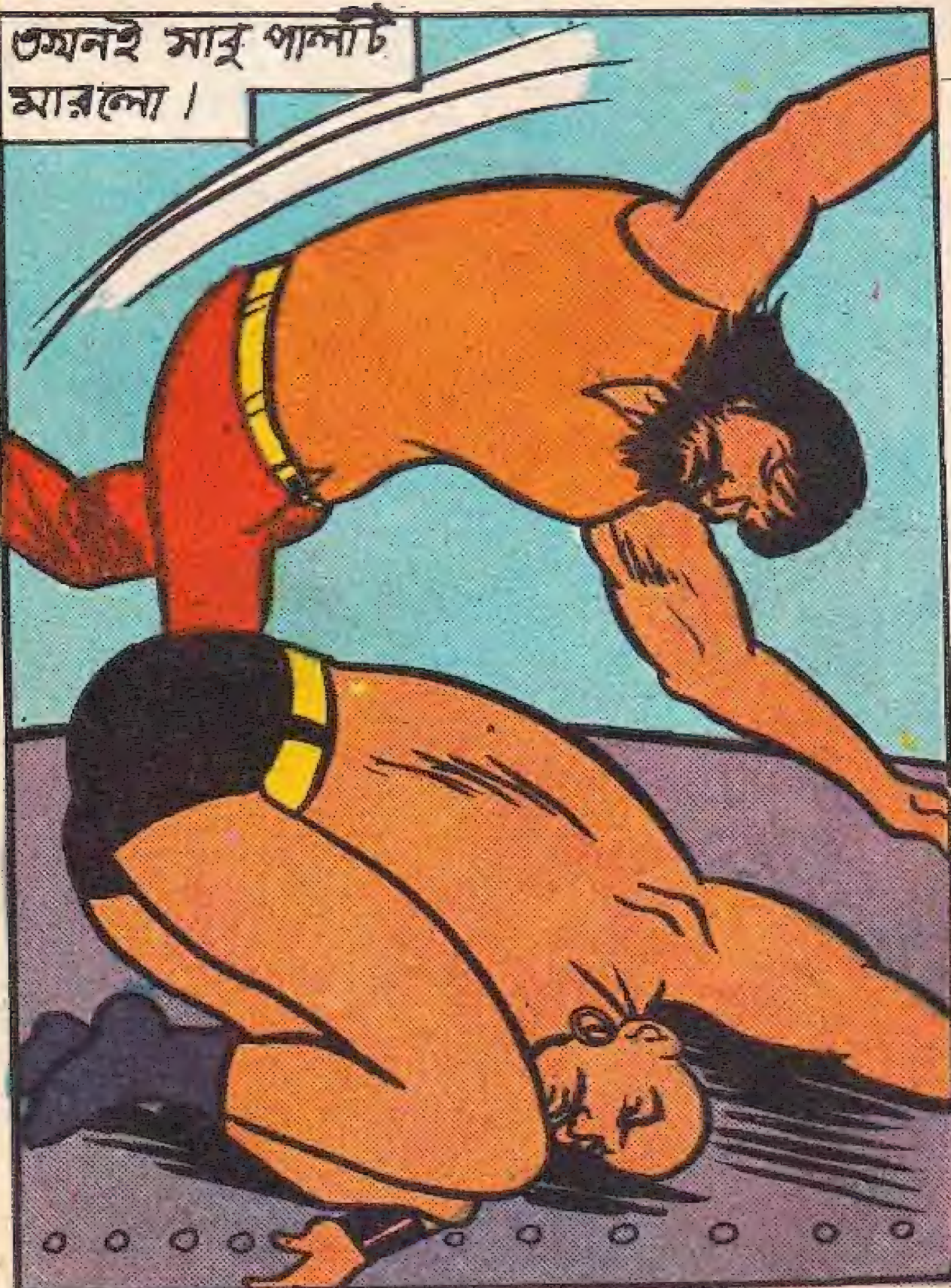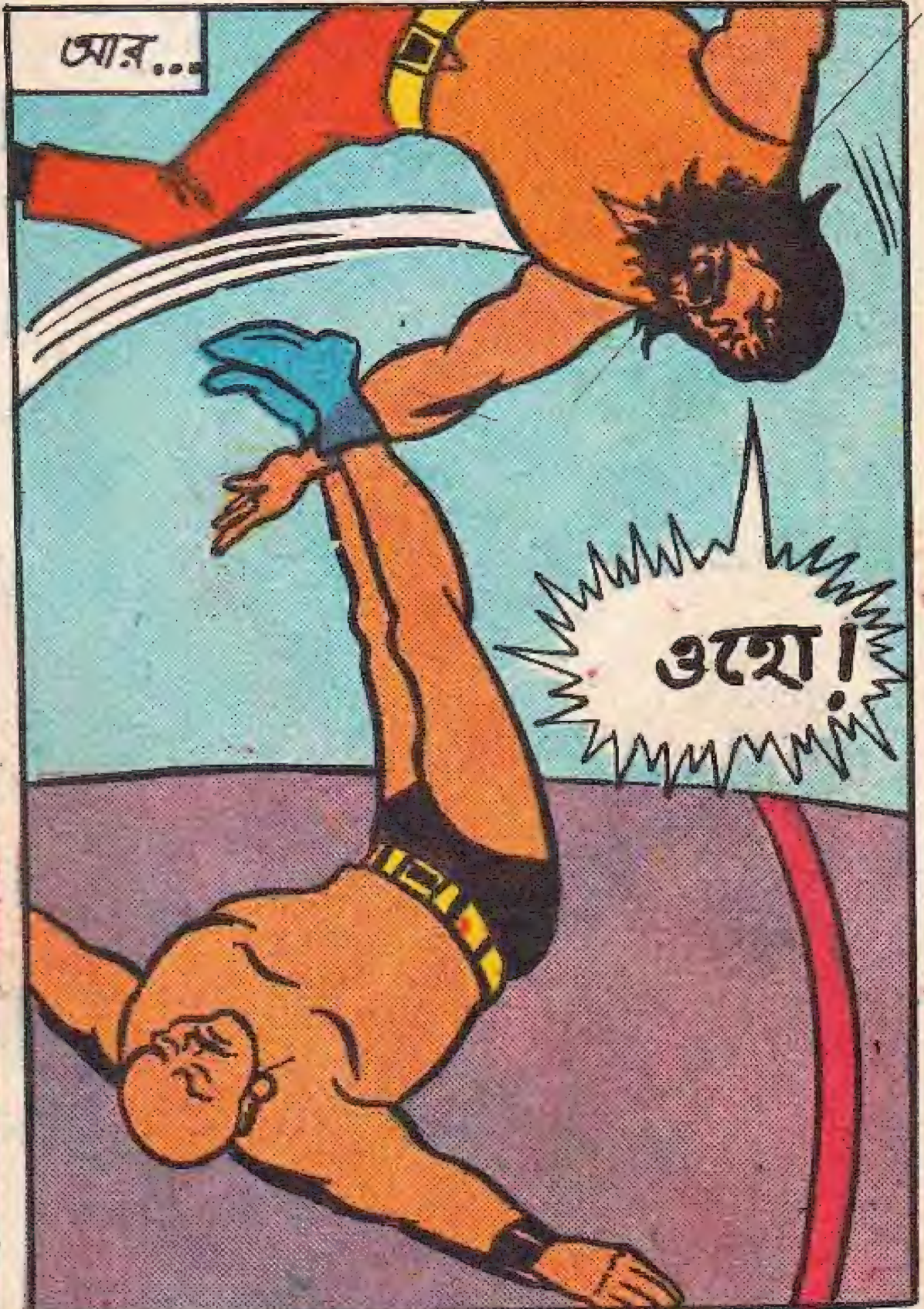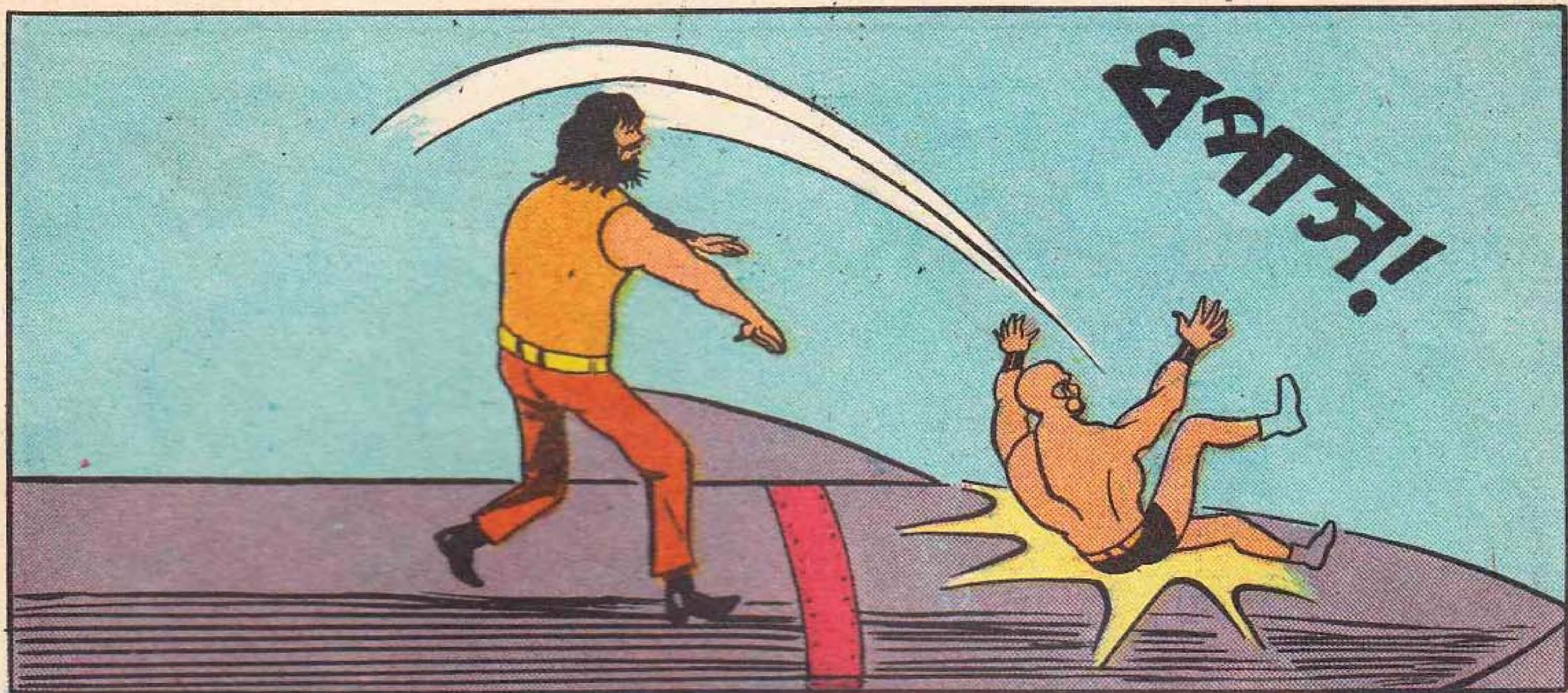
সাবু রাগে পাগল হয়ে উঠলো।
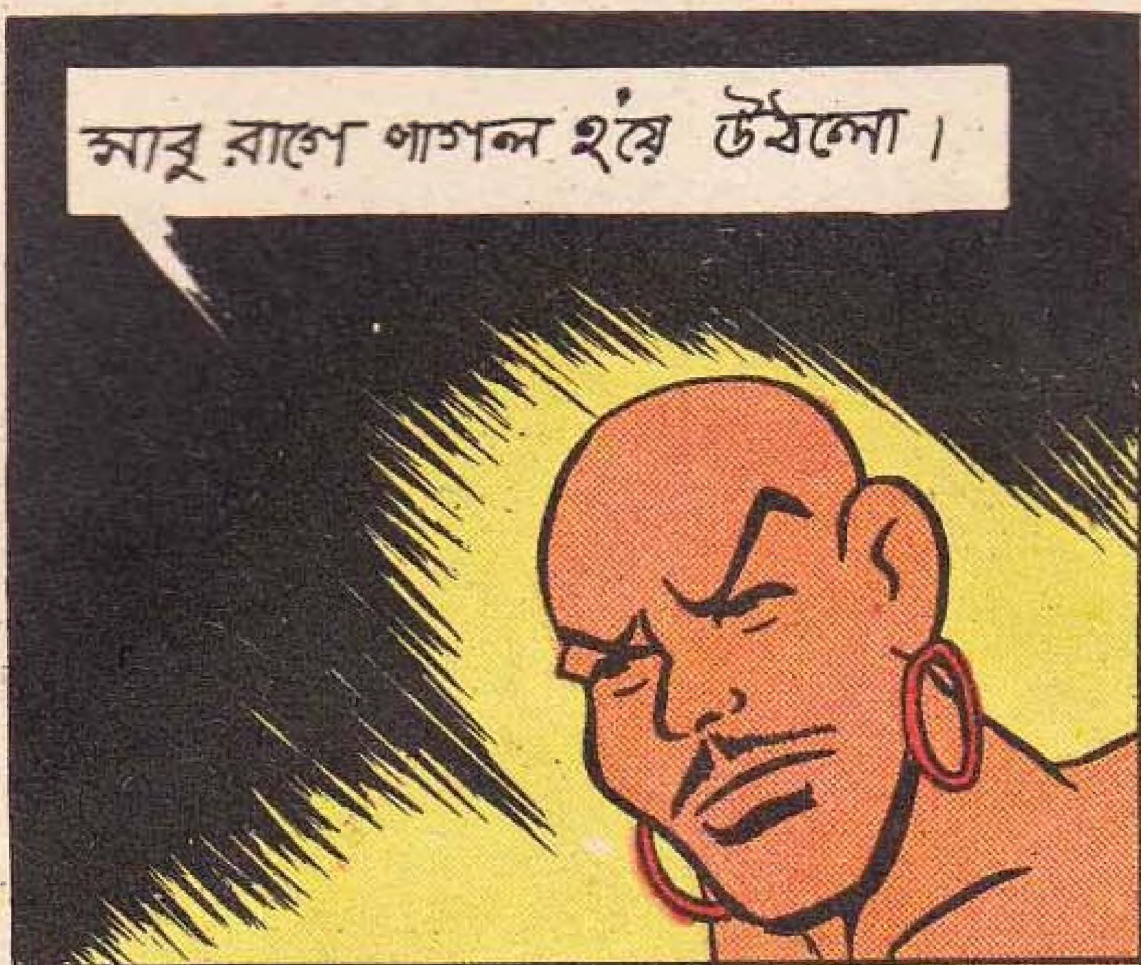
আর পাশের ※ কোনও গ্রহে আগ্নেয়গিরি ফেটে গেলো।

※ সাবুর রাগ হলে এরকম হয়।

এই! আমাকে নিচে নামাও

তারপর সাবু নিজের সমস্ত শক্তি একত্রিত করলো আর...

সাবু রাকাকে সর্বশক্তি দিয়ে বলের মতন অন্তরীক্ষে ছুড়ে ফেলে দিল
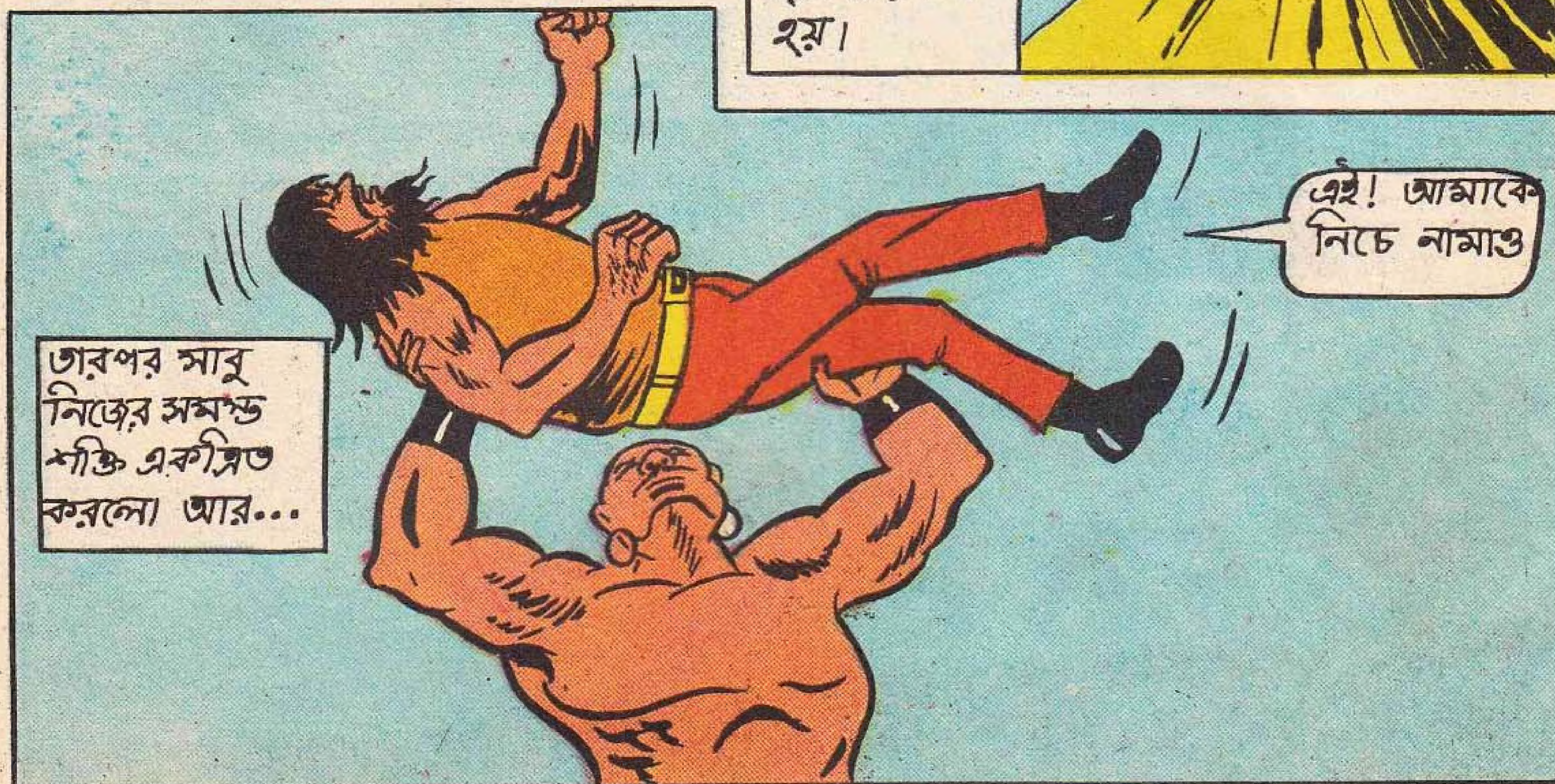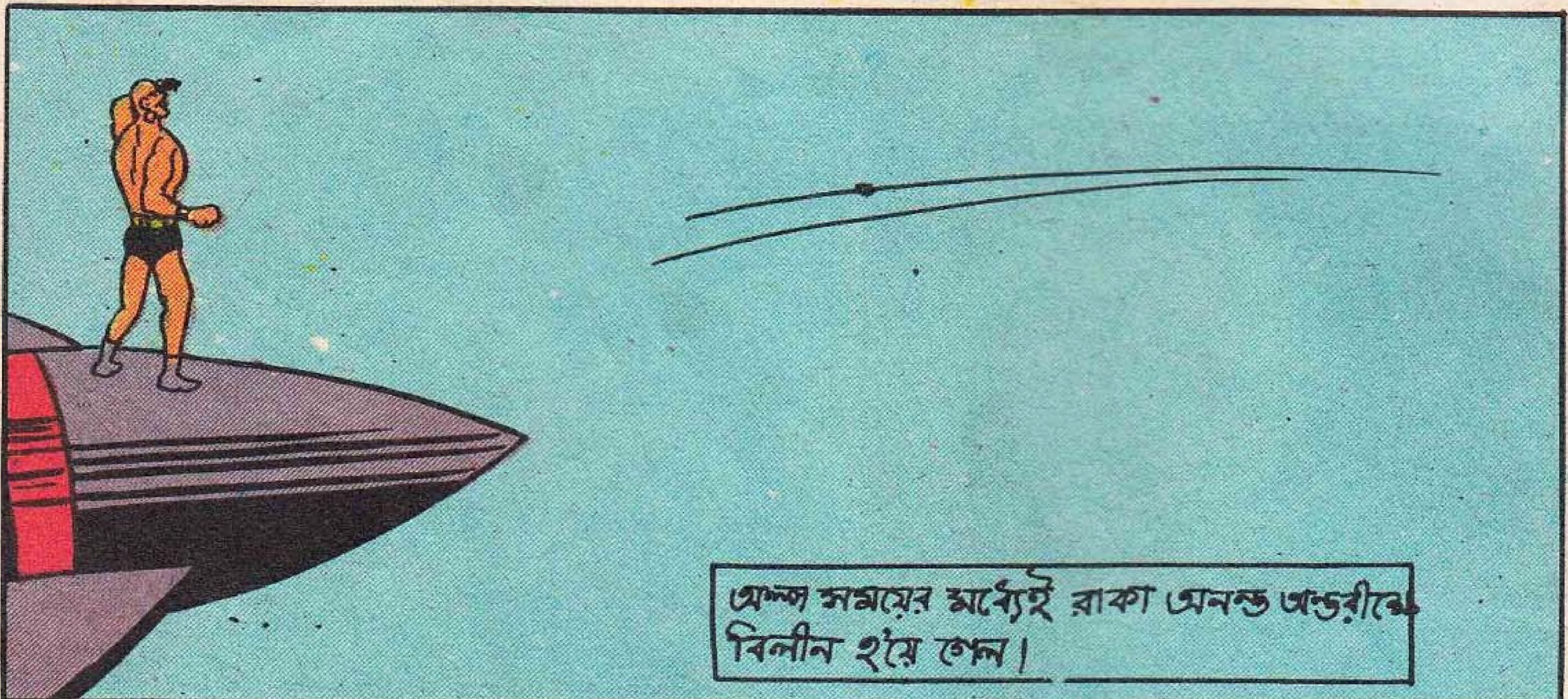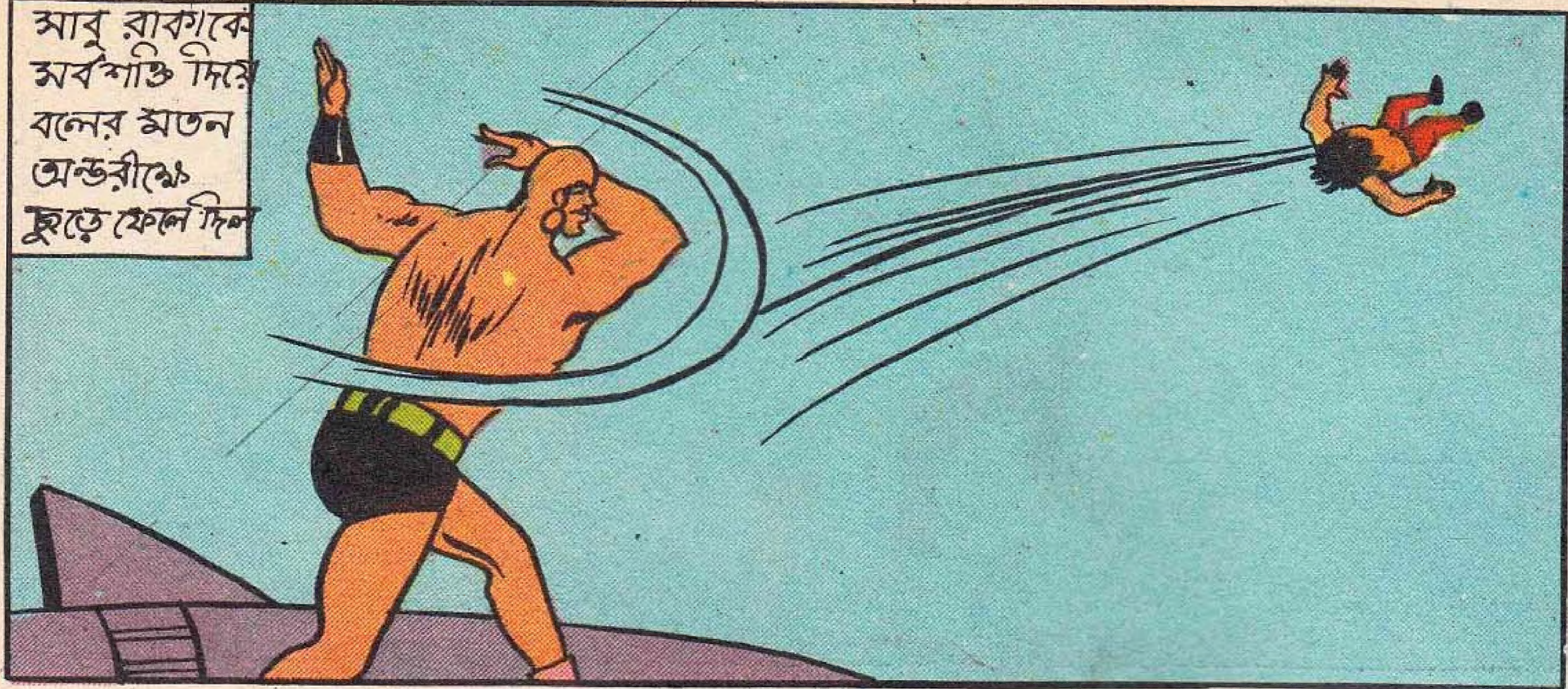
অল্প সময়ের মধ্যেই রাকা অনন্ত অন্তরীক্ষে বিলীন হয়ে গেল।

পৃথিবীর কন্ট্রোল রুমে চাচা চৌধুরী উদ্বিগ্নভাবে বসে ছিলেন
জানিনা কি ফল হ'লো।

তখনই
চাচাজী ফরমুলা 364 সফল হয়েছে। রাক এখন লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে অন্তরীক্ষে চলে
শাবাশ সাবু! এখন তুমি পৃথিবীতে ফিরে এস।
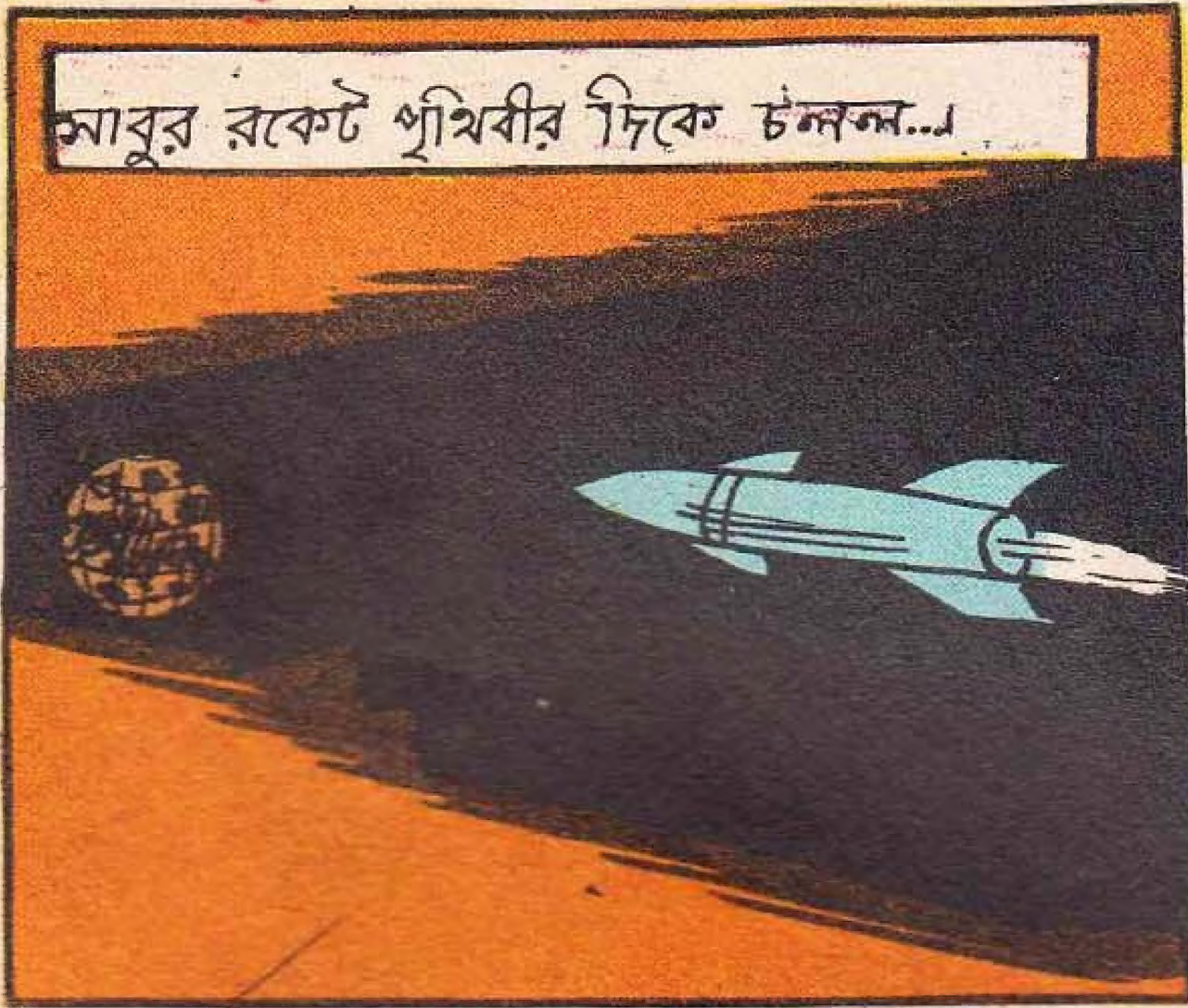
সাবুর রকেট পৃথিবীর দিকে চললো...।
আর হিন্দ মহাসাগরে নামানো হল যেখানে সাবুকে তোলার জন্য নেভীর ব্যবস্থা ছিল

পরের দিন প্রেস রিপোর্টাররা চাচাচৌধরীকে ঘিরে ধরল।
রাকার আতঙ্ক কি পৃথিবী থেকে শেষ হয়ে গেল?
রাকা কি মরে গেছে?
রাকা কোথায় গেল
আরে ভাই, একএক জন করে প্রশ্ন কর।

রাকা কি মরে গেছে?

না, কেননা ও চক্রমাচার্য্যের তৈরী অদ্ভুত আরক খেয়েছিল। কাজেই ওকে মারা সম্ভব ছিল না। ওকে লক্ষ আলোকবর্ষ দূরের অন্তরীক্ষে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

তাহলে ও যেকোনও সময়ে পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারে আর তখন আবার ওর অত্যাচার শুরু হয়ে যাবে।
না! ও পৃথিবীতে আর কখনও আসবে না।

কারন ও একটা উপগ্রহ হয়ে অন্তরীক্ষে চক্কর দিতে থাকবে। ওর কাছে পৃথিবীতে আসবার কোনও ব্যবস্থাও নেই।

রাকা কি অন্তরীক্ষেই মরতে পারেনা?
হতে পারে। যদি সূর্য্যের থেকে যে আল্ট্রাভায়োলেট কিরণ বের হয়, তার প্রভাবে যদি ওর রক্তের সঙ্গে মেশা আরকের গুন নষ্ট হয়ে যায় তাহলে ও মরে যাবে

আরে ভাই কাল্লু! তুমি এখানে কেন?

শুনলাম এখানে আপনার প্রেস কনফারেন্স হচ্ছে তাই আমি আমার প্রেসটা নিয়ে এলাম।
হাঃ হাঃ
হাঃ হাঃ
হাঃ হাঃ হাঃ

জনজীবন আবার আগের মতন চলতে লাগলো
© PRAN'S FEATURES 1982